প্রীতি ও পূজা।

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা-প্রণীত।

বামাবোধিনী-ডিপজিটরি হইতে
প্রকাশিত।
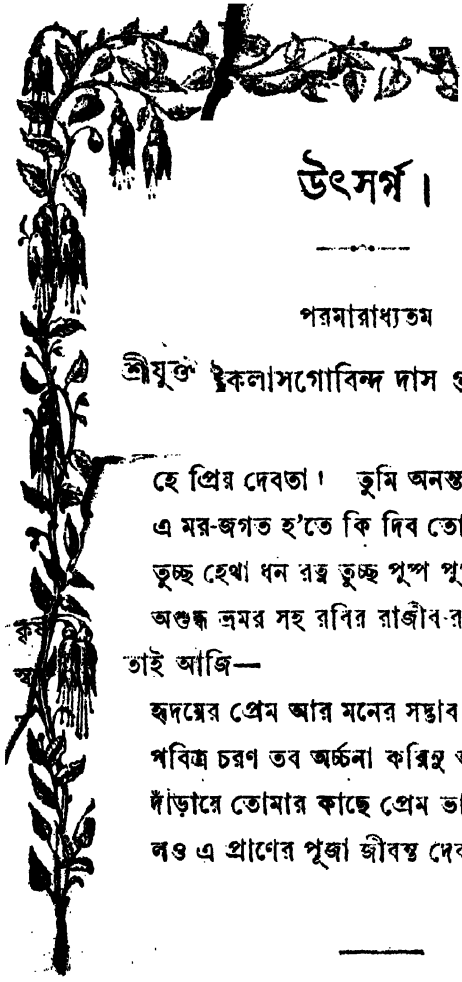
কলিকাতা।

২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে
বি, কে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১৩০৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।] [ডাকমাশুল /০ আনা।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্ত কৈলাসগোবিন্দ দাস গুপ্ত,

হে প্রিয় দেবতা। তুমি অনন্ত জগতে,
এ মর-জগত হ'তে কি দিব তোমায় আজি,
তুচ্ছ হেথা ধন রত্ন তুচ্ছ পুষ্প পুষ্পাগম,
অশুদ্ধ ভ্রমর সহ রবির রাজীব-রাজি।

তাই আজি—

হৃদয়ের প্রেম আর মনের সদ্ভাব দিয়ে,
পবিত্র চরণ তব অর্চ্চনা করিনু আমি,
দাঁড়ায়ে তোমার কাছে প্রেম ভালবাসা নি
লও এ প্রাণের পূজা জীবন্ত দেবতা স্বামি

সূচীপত্র।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।

মহিমা।

পরমাত্মা !—পরমেশ !—চিন্ময় অমৃত-ধারা !
নিখিল জগত তব মহাপ্রেমে মাতোয়ারা।
পর্ব্বত-মেখলা শস্য-শ্যামলা ভারত-ভূমি,
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু অনন্তসাগরগামী ;
স্তিমিত-অস্ফুট-জ্যোতিঃ নক্ষত্র সরল-প্রাণ,
সমুদ্র উছলি ব'য়,—কি মহান্, গরীয়ান্ !—
অযুত-তরঙ্গময়—সুবিশাল করপুটে
মণিদাম মরকত ঢালিয়া দিতেছে তটে ;
সুনিবিড় বনরাজি অভ্রভেদী ধরাধর,
অবিচলা দিগঙ্গনা ;—মহাশূন্য অনশ্বর ;
বিচিত্র নক্ষত্র-খণ্ড মহাম্বর-বর্ত্মে ভাসে,
বরষ অজ্ঞাতসারে কি সুন্দর যায় আসে ;

স্বর্গের সোণালী দূতী—পূর্ণিমা—আলোক-মাখা,
উন্নত বিটপী শত প্রসারি প্রশাখা-শাখা ;
মধ্যাহ্ন-আকাশে রবি—জীবন্ত দেবতা প্রায়,
গ্রহ-উপগ্রহ-বিশ্ব—এক সূত্রে গাঁথা তায় ;
মানব-হৃদয়-রাজ্য কত ভাবে ভাবময়,
সকলের রচয়িতা হে মহামহিমালয় !
পরম পুরুষ !—ধাতা !—অদ্বিতীয় !—অনশ্বর !
তোমারি করুণা-কণা এ অনন্ত চরাচর।
বসন্তের শান্ত সন্ধ্যা-সমীর সুধীরে ব'য়,
কোকিল কুহরে কুঞ্জে, 'চোখ্‌গেল' কথা কয় ;
তোমারি সৌন্দর্য্যে নাথ ! বসুন্ধরা সুশোভনা,
যেখানে যতই দেখি,—তোমারি করুণা-কণা।

স্বর্গ।

১

স্বরগ স্বরগ নাম শুনি সর্ব্বক্ষণ ;
কোথায় স্বরগ ধাম, স্বরগ কাহার নাম,
ভেবেছি করিব আমি তাহার বর্ণন।

২

পুণ্যাত্মা জনের পুণ্যময় হৃদি-তল,
বহে যথা নিরমল ধর্ম্ম-নীর সুশীতল,
প্লাবিত করিয়া ধরা, সেই স্বর্গ-স্থল।

৩

বহে যথা নিরন্তর ধর্ম্মের সুবাস ;
চিরদিন যার গুণে, চিরসুখী সর্ব্বজনে,
শান্তিতে বিধৌত সদা যাহার আবাস।

৪

সেই স্বর্গধাম ভবে সেই স্বর্গধাম,
পাপ-সঙ্গ পরিহরি চল মন ত্বরা করি,
পবিত্র স্বরগরাজ্যে লভিতে বিশ্রাম।

মরণ।

জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহি না আর,
কে জানে কেমন কোথা
মরণের পর পার ?
এখানে যেমন দুঃখ
সুখও তেমনি আছে,
হৃদয় ডুবিয়া থাক্
অতীত স্মৃতির পাছে।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি মম,
মরণ কি হবে কভু
এমন প্রাণের সম ?
অথবা চাহি না সুখ
হউক দগধ হিয়া,

হৃদয় করিব সুখী
পর-সুখ নিরখিয়া।
ভাসিতে দিব না কভু
হৃদয়ে পাপের ছায়া,
ভরিব পরাণটুকু
পরার্থপরতা দিয়া।
জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহি না আর,
করিব পরাণ দিয়া
জগতের উপকার।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি মম,
মরণ হবে কি কভু
এমন প্রাণের সম ?

সন্ধ্যা-তারা।

ঐ যে উঠিল তারা ঐ কি আমার সেই ?
হৃদয়-উদ্যানে মম যদি বা ফুটিল ফুল,
রবি-কর না পশিতে অমনি শুকায়ে গেল,
না বহিতে স্নিগ্ধ বায়ু সুরভি বিলীন হ'ল,
হৃদয় শ্মশান হ'ল, আকুল হইল প্রাণ,
বৃথা এ সংসার কয়ে কুহক সুখের ভান !

সংসার দুঃখেতে জরা, কে সুখী কোথায় আছে ?
কই সুখ কোথা আছে, অথবা ফুরিয়ে গেছে,
কেন বা পাইনু তায়, পাইয়া হারানু হায় !
কোমল কুসুম-রেণু অকালে ঝরিল ভুঁয়ে,
আমার সুখের ধরা অমনি মিশিল তায়,
হৃদয়-পল্লব মম অমনি পড়িল নুয়ে।
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদিতেছি যার তরে,
কই সে দিল না দেখা—ভুলিয়াছে একেবারে।
মায়ের হৃদয়-তন্ত্রী আমাদের সুখ-হার,
যতদিন র'ব বেঁচে তারে কি পাব না আর ?
কাকলী-ঝঙ্কার জিনি তাহার মুখের বাণী,
ডাকিত মধুর স্বরে ঝরিত সুধার ধার,
নবীন অরুণ-আভা বরণ আছিল তার।
ওই যে সন্ধ্যার তারা ওই কি আমার সেই,
ভাবিতে পারি না আমি "শৈল" যে আমার নেই !

উপদেশ

বিনয় ! বিনয়গুণে হও গুণবান্,
ঈশ্বর তোমার বাছা ! করুন কল্যাণ।
দেশ-হিতকর ব্রত করহ গ্রহণ,
ঈশ্বরের প্রিয় কাজ করহ সাধন।
অধর্ম্ম অথবা কোন তুচ্ছ প্রলোভনে,
ভুলিও না, ভুলিও না, পতিতপাবনে।

যিনি দিয়াছেন বাছা! জ্ঞান প্রাণ মন,
যিনি দিয়াছেন বাছা! সুখ অগণন,
ভুলিও না তাঁরে, তাঁর সন্তোষ কারণ
পরের মঙ্গল সাধ করি প্রাণপণ।
প্রথম সন্তান বাছা! তুমি রে আমার,
দিন দিন বয়োবৃদ্ধি হতেছে তোমার;
রেখেছি "বিনয়" নাম করিয়া যতন,
বিনয়ে ভূষিত হও বিনয়ভূষণ!

স্নেহের মুকুল।

শিশুর জন্মোপলক্ষে।

(জন্ম-সময়—১১ই বৈশাখ, মঙ্গলবার ৪ ঘটিকা, সন ১৩০২ সাল।)

১

আজ বৈকালিক বায়
স্বর্গের সুরভি-ভরা,
আজি গো অমৃতময়ী
আমার সমস্ত ধরা।

২

আজি কি বৈশাখ মাসে
শুভ বসন্তের মেলা,
ফুলের দোকান খুলি
হাসে সব দিক্-বালা।

৩

নিকুঞ্জে ভ্রমর সখা
ঘুমায় অবশ প্রাণে,
"বৌ কথা কও"-কথা
এখন আসিছে কাণে।

৪

জানিনে আজি গো হেথা
দয়েল কি স্বরে গায়,
মলয় স্বর্গের কেনা—
আতর ছড়ায়ে যায়।

৫

আজি কি স্বর্গীয় ভাবে
ভরিয়া সামান্য হৃদি,
বৈকালিক বেলফুলে
কপোত ঢালিছে গীতি।

৬

বৈশাখের তীব্র তাপে
আজি জ্বলিছে না কায়,
রবি-ছবি আবরিয়া
নব মেঘ ভেসে যায়।

৭

নীল নীলিমার কোলে
অতি নব নব ঘন—
দিগন্ত কম্পিত করি
করিতেছে গরজন।

৮

আনন্দে বহিছে বেগে
ধমনীতে রক্ত-ধারা,
আজি যে জগত দেখি
সুন্দর অমিয়া-ভরা।

৯

আজি যে প্রাণের মাঝে
আনন্দের ঢেউ ব'য়,
নিরাশায় ভগ্ন হৃদি
আজি কিগো শোভাময়!

১০

আজি যে হৃদয় ভেদি
জাগিছে করুণা-গান,
সঞ্জীবনী সুধা আসি
বাঁচাইল মৃত প্রাণ।

১১

বাছা!—
স্বরগের দ্বার খুলে
কে তুই নামিয়া আলি
ধরার অন্তর-রাজ্যে
অজস্র আনন্দ ঢালি?

১২

বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা
হ'ল আজি এ হৃদয়,
বিভুর করুণা স্মরি
আনন্দ উচ্ছ্বাসে ব'য়।

১৩

কে তুই দেবের শিশু
স্বর্গের পুতুল!
ফুটিলি হৃদয়ে মম
স্নেহের মুকুল!

১৪

উষার বরাঙ্গ-ভূষা
নন্দন-ত্রিদিব-ছায়,
অলকা অমরাবতী
আলো করি সমুদায়—

১৫

আছিলে অথবা কিগো!
বাসবের বাসস্থলে?
যেথানে সহস্র শশী
সহস্র তারকা জ্বলে।

১৬

সেথানে সোণালী শাখে
বসন্ত সুহৃদে ল'য়ে
আছিলে, বসন্ত-বায়ে
বুঝি পথ-ভ্রষ্ট হ'য়ে—

১৭

এসেছ ধরায় প্রিয়
ত্রিদশের ফুল!
এস তবে প্রাণাধিক
স্নেহের মুকুল!

১৮

বিজলী-অপাঙ্গ-চ্যুত
প্রাণে এস জ্যোতি-কণা,
চাবে না এ প্রাণ আর
হীরা মণি সোণা দানা।

১৯

সংসার দগধ বড়
তপ্ত মরুভূমি পারা,
কে তুমি এ তপ্ত স্থলে
ঢালিলে অমিয়া-ধারা ?

২০

নিরাশার গাঢ় মেঘ
ঘন আঁধারের ছায়,
কে তুমি বাসব-ধনু
শীতল করিলে কায় ?

২১

শীতের কুহেলি-মাখা
মৃত অবসন্ন হিয়া,
আসিলে বসন্ত ! হেথা
কবে কোন্ পথ দিয়া ?

২২

জাগাইতে অভাগীর
মৃতবৎ আশাগুলি,
ত্রিদিবের নাথ প্রভু
দিয়াছেন হাত তুলি।

২৩

দেব-রক্ত গায় ভরা
স্বর্গের পুতুল!
লও মম স্নেহাশীষ
স্নেহের মুকুল!

২৪

চাঁদের প্রতিভা-মাখা
বুঝি স্বর্গ-চ্যুত তারা,
আসিলে দুঃখীর ঘরে
বুঝি হ'য়ে পথ-হারা।

২৫

তোর এ অধর-স্পর্শে
জুড়াইল দগ্ধ প্রাণ,
তুমি রে বিষাদে হাসি,
আঁধারে আলোক-দান।

২৬

কোন্ দেব আনি দিল
তোমা হেন ধন আহা!
কি দিয়ে পূজিব তাঁরে
ভাবিয়া না পাই তাহা।

২৭

কি দিয়ে—দুখিনী আমি
পূজিব চরণ তাঁর,
তাঁর উপযুক্ত ধন
কি আছে বল আমার?

২৮

অনন্ত অব্যয় তিনি
তুষ্ট কি হবেন ধনে ?
প্রাণের ভকতি-রাশি
ঢেলে দিব সে চরণে।

২৯

জন্মমাত্র এই ফুলে
পূজেছি তাঁহার পায়,
দেবের প্রসাদী ফুল
বিপদ ছোঁবে কি তায় ?

৩০

চিরজীবী হ'য়ে বাছা !
থাক মোর কোল যুড়ে,
মায়েরে একেলা রাখি
কখন যেও না দূরে।

৩১

স্নেহের মুকুল সম
ক্রমে বিকশিত হও,
যাঁর করুণার দান,
তাঁর ভাবে মজে রও।

৩২

বিশ্ব-মার হিত-ব্রতে
সঁপিয়া দিওরে প্রাণ,
দুঃখী ভাই ভগ্নীগণে
সান্ত্বনা করিও দান।

৩৩

স্বরগ কোথায় বাছা!
স্বরগ কোথায় রয়,
তোমারি হৃদয় যেন
সহস্র স্বরগ হয়।

৩৪

সত্য, ধর্ম্ম, ক্ষমা, নিষ্ঠা
এদেরি দেবতা কয়,
তোমার হৃদয় যেন
দেবতা-আলয় হয়।

৩৫

তুমি—
পারিজাত-মধু-ভরা
স্বর্গের পুতুল!
হৃদয়ের ধন মম
স্নেহের মুকুল!

সোণার মুকুল।

একদিন সন্ধ্যাকালে মলয়-বাতাসে
স্বর্গের সুরভি-রাশি শূন্য পথে আসে;
সেই খানে, এলো চুলে, মাঝের দুয়ারে,
ঘুমাইয়া আছিলাম উপাধান শিরে।
পাপিয়া ডাকিয়া গেল,—ভেঙে গেল ঘুম,
প্রতিভা ঢালিয়া দিল সাঁজের কুসুম!

যামিনীর গা'য়ে তারা, গলে ফুলমালা,
সরসীর স্বচ্ছ জলে কাল মেঘ ঢালা।
ফুটন্ত কুসুমগুলি সুধার লহরী তুলি,
ঢালিছে সুরভি-কণা লতিকার গায়,
যেমন সহস্র কোটি সোণার নক্ষত্র ফুটি
অঞ্জলি অঞ্জলি শান্তি ঢালে অমরায়!
লতিকা এলানো-চুল কোল-ভরা কুঁদফুল,
ঘুমাইয়া চারি পাশে ভ্রমরার দল;—
সেইখানে আনমনে অতি মৃদু মধু তানে
কানন গাইতেছিল কাঁপা'য়ে অঞ্চল।
চাতক কোথায় ছিল অকস্মাৎ ডাক দিল
জ্যোছনায় দিবা ভাবি, "জল, জল, জল!"
সেই স্বরে চমকিয়া থর থর কাঁপে হিয়া,
নয়নে আনন্দ-অশ্রু বহে অবিরল;—
অবশা বিবশা হ'য়ে শূন্য পানে দেখি চেয়ে,—
সোণার মুকুল এক পবনের সাথ!
ভুল ভেবে মুছি আঁখি, আবার চাহিয়া দেখি—
পবনের সনে স্বর্গ-স্বর্ণ-পারিজাত!
এবারেও ভাবি বুঝি আমারি বা ভুল—
নয়, নয়, এই সেই সোণার মুকুল।
পবনের সাথ সাথ যেন শিশু পারিজাত
সোণার মুকুল আসি' পড়িল ধরায়!—
চমকি উঠিনু আমি, স্মরিনু অন্তরযামী,
কোলে নিতে, চুমা খেতে, রজনী পোহায়!

সুনীতি।

এলো বাস এলো কেশ, কুসুম-কামিনী-বেশ,
সরলা বালিকা মম সোণার সুনীতি,
লাল গালে লাল ঠোঁটে স্বরগের ফুল ফোটে,
বাল-সৌন্দর্য্যেতে খেলে সায়াহ্ন প্রভাতি।
পূর্ণিমার জ্যোছনায় গড়া কমনীয় কায়,
অবিক্ষত কিশলয় অনাঘ্রাত ফুল,
শরতের বাল শশী বুঝি বা পড়েছে খসি,
অতি উপাদেয় সৃষ্টি অমৃত-মুকুল।
প্রফুল্ল মধুরানন, শরতের পদ্মবন,
কমনীয় করতলে কুসুমস্তবক,
স্বরগ-সুরভিময় মন্দার কি কুবলয়,
নবীন নীরদ সম নবীন অলক।
কোকিল-কাকলী প্রায় দিবা সন্ধ্যা গান গায়,
এলো চুলে খেলা করে কুসুম-প্রতিমা।
শিশুবোধ ধারাপাত, পড়া করে দিন রাত,
আহা কি গাম্ভীর্য্য-মাখা অতুল মহিমা,
এলাইয়া ছোট চুল কি সুন্দর টানে রুল,
ঈষৎ হেলায়ে মাথা যোগ অঙ্ক কসে,
সুন্দর আঙ্গুল গুলি, একটীতে আর তুলি,
গণে চারে চারে আট—কুড়ি দশে দশে,
পরিয়া সামান্য সাজ ঘরেরো সে করে কাজ,
ছুটিয়ে বাহিরে যায় খাবার লইয়ে,

হাতেতে দুধের বাটী, সাবধানে যায় হাঁটি,
যাহারে বলিব দিতে তারে আসে দিয়ে।
যাহা উপদেশ দিবে, তাই শিরোধার্য্য হবে,
এমন মধুর মেয়ে সুনীতি আমার,
এলাইয়া কালো চুল, কাণে গুঁজি রাঙা ফুল
এস মা! আমার কাছে তুমি আর বার!

কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধিকা।

নির্ম্মল যমুনাতট, বারি-রেখা লট পট,
লোটে তট-চরণে;
কি শোভা মরি রে মরি! গিয়েছে যমুনা ভরি,
শশী তারা রতনে।
নদীর বাতাস পেয়ে আছে যেন ঘুমাইয়ে,
নদীতটে চাঁদিনী;
পরিধানে শ্বেত বাস, অধরে মধুর হাস,
সুখে ভোর যামিনী।
অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে ভাবিতেছে একভাবে
কোন্ জনে যমুনা;
হেরি সে অপূর্ব্ব ভাব হয় কত আবির্ভাব
ভাবুকের ভাবনা!

কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা।

এলায়িত কেশরাশি, অধরে মলিন হাসি,
কে তুমি গো ললনা ?
বসিয়া যমুনা-কূলে ভাসিছ নয়ন-জলে,
কি এত গো যাতনা ?
আকুল ব্যাকুল প্রাণ, গাইছ মধুর গান,
মরমেতে মরিয়া ;
পিয়ে সে সঙ্গীত-সুধা চাঁদের মিটিল ক্ষুধা,
লাজে নত পাপিয়া।
পবিত্রতা, সরলতা একত্র রয়েছে গাঁথা,
হৃদি-তলে তোমারি ;
বদনে রয়েছে ঢালা সঞ্চিত প্রীতির ডালা,
অমৃতের মাধুরী !
দুলিছে সমীর-ভরে হৃদি-পরে ধীরে ধীরে
কমলের মালিকা ;
কমলের প্রতি দামে রঞ্জিত কৃষ্ণের নামে
প্রেমাধীনা গোপিকা—
রাধিকা দেখি সে লেখা নিভাতে বিরহ-শিখা
চাহিতেছে যতনে ;
কমল-নয়ন বহি পড়িতেছে রহি রহি
প্রেম-নীর সঘনে।

স্বামী।

সেই ত দেবতা তব নম লো! তাঁহার পায়,
জীবন ফুলের মত বিকসিত হবে তায়;
তাঁহার প্রণয়াদরে শিখিবে গরিমা নব,
বিনে সে চরণ-রজ ভবে কি বিভব তব?
সে পবিত্র পদ-রজে মিশা লো! এ তুচ্ছ কায়া,
কি ভয় অশান্তি-মাঝে থাকিতে এ পদ-ছায়া!
সেই পদাম্বুজে লিপ্ত জগত সংসার সব,
নম লো! তাঁহার পায় সেই ত দেবতা তব।
পরশি পবিত্র মূর্ত্তি, প্রাণের বাসনা মোর,
করিব সে পদ সেবি এ জীবন-নিশি ভোর!

[স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী।]

আয়েসা।

মুক্ত বাতায়ন-পাশে গভীর নিশীথে,
রজত-আসনে বসি আয়েসা একেলা,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে, বিমুক্ত কবরী,
গভীর বিষাদ-রেখা আনত আননে,
লাগিয়াছে অপর্য্যাপ্ত চিত্ত-দ্রবকর;
বসন্তান্তে প্রভঞ্জনে ছিন্ন পরসূন—
কাঁপে যথা, কাঁপে বামা তেমনি সঘনে,
ভাবি অদৃষ্টের ভূত ভবিষ্য ভাবনা।

কীটদষ্ট ফুলমালা, মেঘাচ্ছন্ন তারা,
ঊষা-কালে চারুচন্দ্র যথা শোকাবহ।
নিস্পন্দ বসুধা-বক্ষ, নিস্তব্ধ আকাশ,
নিস্তব্ধতা আজি যেন নিদ্রিত জগতে
আপনার নীরবতা করিছে প্রচার!
ঝিল্লীর কর্কশ কণ্ঠ, সমীর-স্বনন,
পরিখার কলকল, শিশিরের রব,
ভাঙ্গিতে সে নিস্তব্ধতা করিছে প্রয়াস।
শ্যামল দূরবা-দাম করিয়া চর্ব্বণ
চারিদিকে চরিতেছে মৃগ আরণ্যক।
আয়েসার অর্দ্ধস্ফুট নলিন-নয়নে
ঝরিছে শোকাশ্রু নব তিতি বক্ষঃস্থল।
রুদ্ধ নারী-বক্ষ যেন করিয়া বিদার,
বহিছে অযুত ভঙ্গে সহস্র ঊর্ম্মিকা।
ভ্রুভঙ্গে আয়েসা আজি উপেক্ষি সকলে,
ভাবিছে অনন্ত বিশ্ব ঘোর তমোময়।
ধর্ম্মভাবে প্রদীপ্ত সে উন্নত শরীর,
মধুর অধর ওষ্ঠ হেরিয়া পলকে
সহস্র রাজীবরাজি হয় পরিম্লান।
বিশুদ্ধ চরণাম্বুজে, ভুলি অস্তাচল,
সতত রাজিতে ইচ্ছে নলিনীনায়ক।
শ্রেষ্ঠতম রূপ-রত্ন হায় হেলনীয়!
পাষাণ জগৎসিংহ! তোমার কি আজ?
গঠিত রকত মাংসে পাষাণের দেহ,

হৃদয় সতত রুদ্ধ নিরেট অর্গলে,
পুরুষের, চূর্ণীকৃত যদিও সতত
রমণীর পদাঘাতে, পুরুষ-হৃদয়
তবু অহঙ্কারমদে মত্ত অনুদিন।

মহাশ্বেতা।

সাঁজের বেলা বৃক্ষতলে শিশির-জলে নেয়ে,
কে ললনা দাঁড়্য়ে আছ চাঁদের পানে চেয়ে?
রাঙা রাঙা ওষ্ঠ-পাতা নেত্র দুটী নীলোৎপল,
যত দেখ তত তাহে ধারাবাহী পড়ে জল।
দক্ষিণা-বাতাস আসি এলো মেলো চুলগুলি
অতি যত্নে সসম্ভ্রমে ধীরে ধীরে দেয় তুলি।
আঁচল স্কন্ধ হ'তে খসিয়া পড়েছে ধূলে,
হরিণ হরিণ-শিশু তা দিয়ে হরষে খেলে।
সায়াহ্ন-কাননে এক বিষাদের প্রতিকৃতি,
চাহিতে চাঁদের পানে আসে হেথা নিতি নিতি।
সাঁজের আঁধারে আসে বিষাদ-প্রতিমা একা,
লেগেছে আননে তার গভীর বিষাদ-রেখা।
আধেক শুকায়ে গেছে ফুটন্ত বদন-ফুল,
চরণে ঘুমায় তার নিশি দিন অলিকুল।
গড়িয়া ফুলের পথ, চাঁদের মদিরা পিয়া,
বুঝি বা সায়াহ্ন-দেবী আসে বন-পথ দিয়া।

তাই ভেবে পূজা করে কানন-প্রকৃতি তায়,
তাই ভেবে বায়ু-বধূ ভালবাসা দিয়ে যায়।
ঊষা সন্ধ্যা একাধারে বুঝি আছে শোভা করে,
শরত-বসন্ত-শোভা, সকলি ত আছে হেথা ;
সৌন্দর্য্য নীরবে খাড়া, দেয় না একটু সাড়া,
নীরব নিস্পন্দ প্রায় কহে না একটী কথা।
হৃদয় ফুলের গড়া, পদ্মে গড়া পদতল,
পুণ্ডরীক পুণ্ডরীক বুকে বহে শান্তি-জল।
মলয়ে ভাসিয়া আসে দেবতার মহা কথা,
যাবে এ দুঃখের দিন সাবধান মহাশ্বেতা !

ভূস্বর্গ।

তুমি কি "ভুবনময়ী" দেবলোকে ছিলে ?
দেব-কাননের ফুলে উজ্জ্বল আলোক জ্বলে,
ওগো—তুমি না ভ্রমর ছিলে সেই ফুলদলে ?
মলয়-মারুতে ভাসি ভূমিতলে এলে ?
স্বর্গে—ঊষার কিরণে রাঙা তটভূমি ভাঙা ভাঙা,
ওগো—তুমি না লহরী ছিলে স্বর্গ-যমুনায় ?
উজানে উজলি যায়, তরঙ্গ আঘাতি না'য়,
তুমি কি তরণি ছিলে অমৃত-গঙ্গায় ?
ভুলে কি স্রোতের কোলে গা ঢালিয়ে ছিলে ?
বুঝি—মলয়-মারুতে ভাসি ভূমিতলে এলে ?

তুমি—প্রভাত-বায়ুর কোলে জগতে আসিলে ভুলে,
এথা—প্রভাতের ভিজে ফুলে খেলে খেলে খেলে,
তুমি কি রূপসী বালা ঘুমি' এসেছিলে ?
বুঝি—সেই ভোরে এক ধনী দেখি তোরে বিনোদিনী,
আঁচলে আবরি দেহ বাড়ী নিয়ে গেল,
হায় ! তব সেই দিন সব ফুরাইল !
স্বরগের খেলা ধূলা তারার পুতুল গুলা,
আজ কাল করি করি সব পলাইল,
তব—সে সুখের লীলা খেলা হৃদয়ে রহিল ঢালা,
স্মৃতির অস্ফুট রেখা তাতে মুছে গেল।
ওগো—দেব-কাননের তুমি কুসুম-কেশর,
তোমা—গলায় পরিল গাঁথি মরতের নর।
তুমি—ভূতলে অতুল ছবি, কোটি চন্দ্র কোটি রবি
হাসিতে কান্দিতে ঝরে জগতের গা'য়,
পদে কোকনদ-কুল, এলোনো চাঁচর চুল,
পবন ভাঙিয়া পড়ে আঁখি-ইসারায় ;
তব—হাসিতে বিদ্যুৎ জ্বলে, কথায় কুসুম দোলে,
আহা—চলিতে জগত জ্বলে, রূপ-প্রতিভায়।
দ্যুলোকের দ্যুতি-কুলে গহনা গুজিয়া চুলে,
অমৃত-গঙ্গার স্রোতে ভিজায়ে আঁচল,
স্বর্গে—একত্র গাঁথিতে বসি সূর্য্য শতদল।
স্বর্গে—বন-কোকিলার স্বরে সায়াহ্নে সুবর্ণ ঝরে
বুঝি—সেই সুবর্ণের আশে পারিজাত-বনে,
আনমনে বেড়াইতে উৎফুল্ল বদনে ?

হায়—প্রত্যূষে মলয়ানিলে ভূতলে আসিয়াছিলে,
প্রদোষে ভবের সুখ সব ফুরাইল,
অদৃষ্টের মহা ঢেউয়ে সংসারে পড়িলে গিয়ে,
ওহো—মলিনতা বিষণ্ণতা ডেকে কোলে নিল।
সে ত অল্প দিন, সে ত বেশী দিন নয়,
আনন্দ-সলিলে ছিলে ফুল্ল কুবলয়।
না শিখিতে না বলিতে আধ আধ ভাষ,
দিব্য বালকের করে আত্মীয়ে অর্পণ করে,
ফুলে—ঝরিল অমৃত গন্ধ, বহিল বাতাস।
ওগো—তুমি না পতির কোলে বসেছিলে এলো চুলে,
গেয়েছিলে গুণ গুণ ভ্রমরার প্রায়,
তোমা বিনা চূলগুলি সরম ভরম ভুলি,
সে—নিজেই দিছিল গাঁথি বন-লতিকায়।
হায়—সে দিন ত চ'লে গেছে কিছু তার নাই,
শুধু আছে পোড়া স্মৃতি, বৈধব্যের প্রতিকৃতি,
আর—শিশু বালিকার বুকে সুখ পোড়া ছাই।
সে দিন কি আছে আর সে দিন ত গেছে ?
নাই আর হাহাকার, নাই আর অশ্রুধার,
বালিকা প্রাচীনা হয়ে সব ভুলিয়াছে।
শৈশব-খেলার ঘর, বন-পাপিয়ার স্বর,
সব ভুলে গেছে কিন্তু আজো একজনে,
প্রাণের দেবতা বলি হৃদয়-মন্দিরে তুলি,
পূজিছে প্রশান্ত ভাবে শোকাশ্রু-নয়নে।

প্রাণ-মন-উপচারে ভক্তির অমূল্য হারে,
করে—ছয় রিপু বলিদানে পূজা সমাপন,
আহা—কি দিব্য প্রতিভা ঢালা মলিন বিধবা বালা,
"হর" * নাম জপমালা মধুর কেমন ?
হিংসাশূন্য দ্বেষশূন্য, আত্ম-অহঙ্কার-শূন্য,
জ্বলন্ত-জীবন্তঃপুণ্য বালা অতুলন,
কোন বিধাতার বরে কত যুগ যুগান্তরে,
হইল ভূতলে এই ভূস্বর্গ স্থাপন।

দুঃখিনী কামিনী। †

রাজার ঘরের মেয়ে, রাজ-ঘরে হ'লো বিয়ে,
ত্রিদিবের আবছায়া কিশোরী বালিকা ;
সন্ধ্যা নক্ষত্রের প্রায় মধুরিমা মাখা গায়,
জ্যোৎস্নায় গাঁথা যেন মন্দার-মালিকা।

বাসন্তী-ভ্রমরা প্রায় প্রত্যূষে প্রভাতী গায়,
মলয়ায় মূর্চ্ছা যায় রাজ-বধূ-বালা ;
অঙ্গে পরিমল নব, অধরোষ্ঠে পুষ্পাসব,
আঁচলে ঢাকিয়া রাখে কুসুমের ডালা।

---

* এই উল্লিখিতার স্বর্গীয় স্বামীর নাম হরমোহন।

† কোন একটী বিধবা রমণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

আদরে ফুটিয়া ওঠে, হাসির তরঙ্গ ছোটে,
সাজায়ে আবাস-ভূমি সোণার নলীন ;
কভু বা ভূতলে লোটে, কভু বা পুলিনে ছোটে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া খেলে সোণার হরিণ।

লতামণ্ডপের ছায় শুভ্র জ্যোৎস্না-খণ্ড প্রায়,
স্বেদোদ্গমে সিক্ত যেন গোধূলি বালিকা ;
কভু আলু থালু বেশে নিমেষে ছুটিয়া আসে,
যেখানে বেলির পাশে নবোঢ়া যূথিকা।

সন্ধ্যাগমে ফুলবনে ফুল-বধূটীর সনে,
সন্ধ্যার সুবর্ণ-চুমা যেন শ্বেতোৎপলে ;
উষার অশান্ত ভাবে, একান্ত পুলিনে যাবে,
ফুল্ল বিদ্যুল্লতা সম, এলো মেলো চুলে।

এলানো অঞ্চল খানি, আধেক ঘোমটা টানি,
বাদামগাছের তলে গাঁথে ফুলমালা ;
তুচ্ছ রম্য-হর্ম্ম্য-বাস, দ্বিতল-ত্রিতল-আশ,
পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণী কূলে কূলে খেলা।

দিন দিন মাস মাস, কিশোরে যৌবনাভাস,
আপনা-বিস্মৃতা সুখে ষোড়শী বালিকা ;
কোটি-তারা-নিভাননা, গৃহোদ্যানে অতুলনা,
মলয়-মারুত-ফুল্ল বাসন্তী মল্লিকা।

অধরে হাস্য-উন্মেষে স্বরগের শোভা আসে,
শুভ্র জ্যোৎস্নায় যেন বিদ্যুৎ-প্রপাত !
যৌবন-প্রারম্ভে হায় ! সেই শুভ্র কলিকায়
প্রবেশিল কাল-কীট—হ’ল বজ্রপাত।

প্রথম বসন্তোন্মেষে মুকুল মঞ্জুল খসে,
শীত-কুজ্ঝটিকা-ঢাকা সুবর্ণ-ব্রততী ;
নিদাঘে বিদগ্ধ প্রাণ, ঝটিকায় ম্রিয়মাণ,
স্বর্গভ্রষ্টা সুরদেবী শেফালি মালতী।

উষার প্রফুল্ল কায়া, সন্ধ্যার বিষাদ-ছায়া,
উষার আলোকে আসি হ’ল নিপতিত ;
হৃদয়ের বৃত্তিগুলি শিথিল পড়িল খুলি,
যে কেশ-নীরদমালা আদরে রক্ষিত ;
মলয়-মারুত সনে খেলিত কুসুম-বনে,
যে কেশ বিদ্যুৎ-দাম ইচ্ছিত সতত ;
হায় ! কর্ম্মনাশা-তীরে সে কেশ পড়িল ঝরে,
এই কি সে রাজবধূ—না—না—এ যোগিনী ;
কালে ডাকে আয় আয়, ভ্রমর পলায়ে যায়,
ঢাকিল আঁচলে মুখ দুঃখিনী কামিনী।

পাগলিনী।

আঁচল ভরিয়া তুলিব লো ! ফুল,
ঢালিয়া দিব লো ! যমুনা-জলে,
হেলিয়া ত্নলিয়া করিব লো ! খেলা,—
সরসী যেমন লহরী তোলে।
কখনো গিরির সুদূর শিখরে
একেলা নীরবে রহিব বসি,
আধ-ঘুম-ঘোরে আধ জাগরণে
ভাবিবে সকলে এ বাল-শশী।
কখনো নিবিড় নিভৃত কাননে
এলাইয়া দিয়া চুলের রাশ,
বসি' তরুমূলে শুনিব বিরলে
বন-সারিকার মুখের ভাষ।
কখনো বা ফুলে সাজি' ফুলময়ী
বনদেবী সম করিব ধ্যান,
লতিকার ছায় বসিয়া একেলা
কোকিলার সম করিব গান।
চন্দ্রকরোজ্জ্বলে উজ্জ্বল হইয়া
ফুল-আস্তরণে রহিব শু'য়ে,
মৃত্নল বাতাসে ঘুমা'ব হরষে
শেফালি যেমন ঘুমায় ভূঁয়ে।
কভু বা পরিয়া রত্ন-আভরণ
সিন্দুরে রঞ্জিত করিব সিঁথি,

কভু বা ফেলিয়া বসন ভূষণ
পরিব কুসুম-মালিকা গাঁথি'।
কভু এলো কেশে লুন্ঠিত অঞ্চলে
সারা নিশি র'ব কুসুমবনে,—
চন্দ্রও আমারে তুষিবে যতনে
তারাও চাহিবে নয়ন-কোণে।
নিকুঞ্জকাননে নব জল-কণা
ধুইয়া ফেলিবে এ দেহ-লতা,
শিশিরে হইয়া অর্দ্ধ-নিমগন
শ্বেত সুঁদী সম শোভিব তথা।
আমরি কি সুখ!—কি সুখ আমরি!—
পাগলিনী সবে আমারে কয়,—
আমারি ব্রহ্মাণ্ড, আমারি ব্রহ্মাণ্ড,—
এ ব্রহ্মাণ্ড আর কাহারো নয়।
আকাশের তারা, ধরার কুসুম,
জলের লহরী,—আমারি সব,—
আমারি কারণ বনে লতা পাতা,
আমারি কারণ পাখীর রব।
যথা ইচ্ছা যাই, যাহা ইচ্ছা খাই,
মনের আনন্দে বেড়াই ঘুরে,
পাগলিনী হ'য়ে বেঁচে থাকি আমি—
সাধু ম'রে যা'ক্ স্বরগ-পুরে।

মানিনী।

উজলি সাগরকূল, বরষি সোণার ফুল
রবি অস্ত যায়,
আঁধার ঘনায়ে আসি জগত ফেলিল গ্রাসি
সাগর-বেলায়—
একটী রমণী বসে দুহাতে বালুকা ঘসে
এলো মেলো বাস,
গোলাপ-গঞ্জিত গাল, ঈষৎ হয়েছে লাল,
মুখে মৃদু-হাস।
পারশে রয়েছে তার এক গাছা স্বর্ণ-হার,
সোণার কঙ্কণ,
অযত্নে পড়েছে খসি চূর্ণকুন্তলের রাশি
ঝরে দুনয়ন।
পড়ে না আঁখির পাতা, অধরে সরে না কথা,
ধীরে শ্বাস বয়,
আঁধার সাগরতীরে বাতাসে আঁচল ওড়ে,
অঙ্গ ধূলিময়।
ফুটিল সকল তারা, বহিল নীহার-ধারা,
সাবাস্ কামিনী!
তবু কাঁপিল না প্রাণ, তবু ভাঙিল না মান,
সাবাস্ মানিনী!

প্রস্তর-প্রতিমা।

সারাটা বিকালবেলা কত গাঁথিলাম মালা,
তুমি তো এলে না আর ভাই!
গাছ থেকে শুক পাখী কি যেন গে'ছিল রাখি,
উড়িয়া লইতে এলো তাই।
যূথিকার ফুল-রাশ গেঁথে গলে দিনু ফাঁস,
মূরছি পড়িয়া গেল শুক,
আমি ত জানি না আগে তুমি আসিবে না রাগে,
এমনি ভাঙিয়া যাবে বুক।
তা হলে কি হেথা আসি লইয়া ফুলের রাশি,
'প্রস্তর-প্রতিমা' তুমি সই!
দাড়িমগাছের তলা ঘন ডাকে পিক গুলা,
আঁধার ঘনায়ে এলো ওই।

ডাকে বঁধূয়া।

আজি কে অন্তিম সাঁজে বিপাশার কূলে
বহিল মলয়ানিল শিশির-প্রপাতে,
ফুটিল তারকারাজি জ্যোছনা-মুকুলে,—
খেলিছে লহরীমালা রজতের পাতে।

ফুটিল নিদাঘানিলে দুচারিটী ফুল,
নুইল কমল পুষ্প—আঁখি-ভরা ঘুম—
ছুটিল সুরভি-কণা, হরষে বিভুল,
গাড়িতে আকাশ-পথে চন্দ্রিকা কুঙ্কুম।

সুদূরে সোণার চাঁদ সুশান্ত মূরতি—
সুপ্তোত্থিত ঘুম-ঘোরে আধ অচেতন—
কূলে কূলে ঢালিতেছে সুবর্ণের ভাতি,
সিন্ধু-বক্ষে করিতেছে সাদর চুম্বন!

একটু আড়ালে, বুঝি, একখানি শাখে
ঘুমাইয়া রহিয়াছে একটী কুসুম;
সারা দিন চেয়ে ছিল অনিমেষ আঁখে,—
তাই ক্লান্ত চোখে তার স্বপ্নময় ঘুম।

একটী বকুল গাছ আছিল আঁধারে,
ঘুমায় উপরে তার একটী পাপিয়া,
ভাসাইয়া শ্যাম তনু নীহারের ধারে—
সেই খানে 'রাধা রাধা' ডাকে গো বঁধুয়া।

সদ্যোজাত বালিকার প্রতি।

বিমল চাঁদিনী-রাতে
অবিন্যস্ত কেশ-পাশ,
সুকণ্ঠে শোণিত মালা
আধ কান্না আধ হাস।
ঢালিয়া হৃদয়স্পর্শী
আনন্দ মানবকুলে,
আসিলে স্বরগ-পথে
অমৃতের ঢেউ তুলে।
কোথায় আছিলে তুমি
আছিলে কি অমরায় ?
প্রকৃতি-নিয়মে চলি
আসিয়াছ এ ধরায়।
বিমল চাঁদিনী-রাতে
কত মধুরতা ঢালি
আসিয়াছ, এস তবে
বিধাতার প্রীতি-ডালি !
সোণার জ্যোছনা-খণ্ড
এস তবে বুকে এস !
তব সত্ব পবিত্রতা
মম— হোক্ বুকে পরকাশ।
জীবন্ত দেবতা তুমি
ছিলে দেবতার মাঝে,

দেবতার হাসি খেলা
শিখিব তোমার কাছে।
পাপ-কুটিলতা-শূন্য
তোমার মূরতিখানি,
কত না আশায় টেনে
লইছে জনম-ভূমি।
ভূমির পরশে তুমি
কাঁদিছ কেন বা এত ?
পূরবের হাসি যেন
অশ্রুজলে পরিণত।
চুষিছ আঙুল টুকু
মন্দারকলিকা সম,
আধ আধ ওঁয়া ওঁয়া
মরি কি মধুরতম !
এসেছ অজানা দেশে
নবীন পথিক তুমি,
লও লও প্রাণ ভরি
স্নেহাশীষ দিব আমি।
অমন স্বরগ-সম
সুন্দর হৃদয়ে তব
চিরদিন হয় যেন
ভাবোদয় নব নব।
ধনে মানে গুণে যশে
সকলেরি বড় হও,

কিন্তু অণু পরমাণু—
ভাবে ভবে মিশে রও।
উজল চন্দ্রমা সম
রহি দূর দূরান্তরে,
ঢালিও পুণ্যের রশ্মি
সবাকার ঘরে ঘরে।
কুসুমকলিকা সম
দিনে দিনে মেলো দল,
বহুক হৃদয়ে তব
আনন্দের শান্তি-জল।

পতিতা রমণী।

কোথা যাস্ কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্,
যাস্‌নে যাস্‌নে আর, পথে ঘোর অন্ধকার,
নিবিড় জলদাচ্ছন্ন রজনী দ্বিযাম,
কোথা যাস্ কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
যে পথে যাইতে চাস্, সেথায় বিষের রাশ,
বিষে বিষে প্রাণ যাবে রহিবে দুর্নাম,
কোথা যাস্ কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
ঘোরতর দেশাচার, পুড়ে হবি ছারখার,
দাঁড়াতে পারিবি না তৃণ! কোন দেশ গ্রাম,
কোথা যাস্ কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।

পিতা মাতা সহোদর, সবে হবে পর পর,
ঘৃণাতেও লইবে না কেহ তোর নাম,
কোথা যাস্ কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
পিছনে অমৃত-গঙ্গা, নাই ভয় নাই শঙ্কা,
সোণার শৈবালে ভরা, নাহি দল দাম,
তা ফেলিয়া কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
পিছনে অমৃত-পুরী, রয়েছে জগত যুড়ি,
আনন্দ বিরাজে তাহে পর্ব্বত-প্রমাণ,
তা ফেলিয়া কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
কোথা যাস্ কোথা যাস্, কি ভাবিস্ ছাই পাঁশ,
পাবি না নিষ্কৃতি মুক্তি বিরাম বিশ্রাম,
কোথা যাস্ কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
যেখানে যাইবে ব'লে এতটা এসেছ চলে,
সেখানে নরককুণ্ড অশান্তির বাণ,
মহা বিষ মহা বিষ, অন্ধকার দশ দিশ,
জ্বলন্ত অনলবৃষ্টি তরঙ্গ তুফান,
না বুঝিয়া কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
ত্যজিয়া সুধার ধারা বিষ-পানে মাতোয়ারা,
বিশ্বময় বিশ্বম্ভর মহান্ মহান্,
না জানিয়া কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।
হোস্ না লো! দিশাহারা, হোস্ না লো! মাতোয়ারা,
ডুবাস্ না মহিলার সুনাম-বিভব,
সতীত্ব দেবের রশ্মি দেবতা আনন্দে বর্ষি,
বাড়ায়েছে পৃথিবীর মহৎ গৌরব।

সতীর মূরতি ধরি কনক-আসনোপরি,
পূজিছে ভারতবাসী ভরিয়া পরাণ,
কোথা যাস্ কোথা যাস্ থাম্ থাম্ থাম্।

সতীস্পর্শে মহা হর্ষ! কত দিন কত বর্ষ
সতী-দেহ স্কন্ধে করি ভ্রমিল ত্রিশূলী,
সেই সতী-দেহ ছিঁড়ি, পড়িল জগত যুড়ি,
তাই সুপবিত্র তীর্থ পীঠস্থান গুলি।

সীতার সতীত্ব-গাথা, ভারতে রয়েছে গাঁথা,
দময়ন্তী সাবিত্রীর অদ্ভুত কাহিনী,
খনা লীলা অরুন্ধতী, গান্ধারী কৌশল্যা সতী,
রাজস্থান-সরোবরে পদ্মিনী পদ্মিনী।

সম্মান-রক্ষার হেতু বাঁধি নর-মুণ্ডে সেতু
গড়িয়া কীর্ত্তির স্তম্ভ করিল পয়ান,
সেই এ ভারতভূমি, সেই এ রমণী তুমি,
এতই কি হেয় তুচ্ছ হ'ল তব মান?

না না ছি ছি ফিরে আয়! অধর্ম্ম ঠেলিয়া পায়,
দেখিবি এখানে কত জুড়াবার স্থান।

তোরি তরে রবি তারা ঢালিবে অমিয়-ধারা,
তোরি তরে ফুটি ফুটি উঠিবে কুসুম,
তোরি তরে সরোবর গেয়ে যাবে তর তর,
তোরি তরে ফুলরেণু চন্দন কুঙ্কুম।

কোকিলার কলালাপ, লতার নিদাঘ তাপ,
পাপিয়ার পিউ পিউ তোমারি কারণ,

এলায়ে জলদ-চূল দেখিবে চপলাকুল
তোমাকেই রূপ-রত্ন করে বিতরণ।
কুসুমের কোমলতা, শিশিরের শীতলতা,
তারার স্তিমিত আলো কত মধুময়,
নাহি সুখ নাহি শান্তি, এ কথা সকলি ভ্রান্তি,
মানব-জগত সব সুখ-অভিনয়।
গাছে গাছে বকফুল, শাখে শাখে বুলবুল
সাধিয়া ঢালিবে সুখ তোমার সমুখে,
অনধ নয়ন খুলি চাবে যবে ভাবে ভুলি,
তখনি অধীর হবে সুখে সুখে সুখে।
জীবন-যৌবন-ফুল হবে শীঘ্র নিরমূল,
নরের সুযশমাত্র চিরস্থায়ী ভবে,
আর যদি পাপ কাজে চিরকাল রহ মজে,
তা হইলে দুর্গতির অবধি না র'বে।

উষা।

আমি সকলের আগে
উঠি দেখিলাম চেয়ে,
পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি
নামিছে একটী মেয়ে।
সারা রাত ছিল সে কি
নন্দন-কানন-মাঝে ?

স্বরগের গন্ধ তাই
এখনো লাগিয়া আছে।
বরাঙ্গে কিরণ-ভূষা,
অপাঙ্গে উথলে মধু,
সোণার আঁচলে ঢাকা
রয়েছে সোণার বিধু।
উঠিছে রূপের উৎস,
এলায়ে পড়েছে চুল,
সে কম শরীর-বাসে
ফুটিছে অযুত ফুল।
কচি কচি মুখখানি
কি মধুর হাসি তায়!
সরল পরাণখানি
জগতে বিলাতে চায়।
ভাসায়ে অধর গ্রীবা
বহিছে প্রেমাশ্রু নব,
হৃদয়-কমল হ'তে
ঝরিছে কুসুমাসব।
সরল মূরতিখানি
স্বরগ-পুরের গড়া,
পবিত্র হৃদয়খানি
অনন্ত আলোকে ভরা
ত্যজিয়ে স্বরগতল
কে তুমি এমন মেয়ে?

নাশিতে আঁধার-পাশ
অবনীতে এলে ধেয়ে ?
কুস্বপ্নে জ্বলিতেছিল
যে সকল দগ্ধ প্রাণ,
তুমি মা মহিমাময়ি !
সান্ত্বনা করিলে দান।
তুমি কি করুণাময়ি !
কেবলি পরের তরে,
স্বরগের মেয়ে হ'য়ে
তুষিতে আসিলে নরে ?
গভীর আঁধারে মগ্ন
নিরখিয়ে ধরাতল,
আঁচলে আবরি মুখ
ফেলেছিলে অশ্রুজল ?
মহামূর্খ এ জগৎ
অমূল্য সে 'অশ্রু-হারে'—
নিশির শিশির বলি
ফেলিছে পথের ধারে।
তবুও এ পৃথিবীরে
কত ভালবাস তুমি,
ফুলের উৎসব করি
সাজাও কানন-ভূমি।
মঙ্গল-আরতি করি
জাগাও জগৎ-জনে,

অজস্র শান্তির বারি
বিতর মানব-প্রাণে।
এত দয়া উষা! তোমা
কে শিখা'ল বল বল?
আমিও চরণে তাঁর
ঢালিব আঁখির জল।

অপরাজিতা।

উজল চাঁদিনী-রাতে ফুটিল অপরাজিতা,—
নাহিক রূপের গর্ব্ব, নাহি হাসি নাহি কথা।
আঁধারের আস্তরণে বসি বালা নিরিবিলি,
গাঁথিছে নয়ন-লোর—সখারে সঁপিবে ডালি।
কবরী খসিয়া গেছে, আঁচলে লেগেছে কাদা,
উন্মুক্ত চিকুরগুচ্ছ,—আধ-ফোটা আধ-মোদা!
আশে পাশে প্রেমাবেশে ভ্রমর ঘুমা'য়ে আছে,
ভুলেও একটী বার আ'সেনা তাহার কাছে।
মধু মধু কোরে ফেরে তাহার পরাণ-বঁধু,
তবুও ত বিষাদিনী তা'রে চায় শুধু শুধু!
নৈরাশ্যের তীব্র জ্বালা লুকা'য়ে মরম-তলে,
এখনো সখায় পেলে সুখে কত কথা বলে।
অতি ধীরে অতি ধীরে খুলিয়া আঁখির পাতা,
হেরিছে অপরাজিতা প্রকৃতির নীরবতা।

কুমুদ।

সারা রাত হেসে খেলে প্রভাতে অবশ হয়ে,
আমি—আঁচল বিছায়ে ভূঁয়ে রহিয়াছি শুয়ে।
হায়—চুলগুলি খসে গেছে এলো মেলো হয়ে,
হায়—ভ্রমর পলায়ে গেছে গান গেয়ে গেয়ে।
বুঝি—আঁখি-জলে ধুয়ে গেছে অলক্তের রাগ,
পড়ে আছি মরে আছি কাঁদিতেছি কেঁদে বাঁচি,
বলি—শ্যামা পাখী ডেকে তোলে এ কোন্ সোহাগ?
মারুত চুমিতে আসে, রেণু ঢেলে দেয় বাসে,
ঐ—দয়েল লুকায়ে হাসে বেশ আছি শুয়ে,
আহা—কে তোরা জাগাস্ মোরে গান গেয়ে গেয়ে।
এই—বুকে ছিল কত পদ্মরাগ মরকত,
হায়—ঝরিয়ে পড়িয়ে গেছে আঁচলের বা'র,
পুলিনে পুলিনে ভাসি, ভাসায়ে অমৃতরাশি,
আজ—খেলিছে লহরী বুঝি সেই মুকুতার।
সেই মণি মরকত প্রভাতে প্রতিভা হত
রবি—উজ্জ্বল বালুকাখণ্ড প্রশান্ত বেলায়,
আমি—নামে শুধু বেঁচে আছি আধমরা হয়ে,
এই—অনিমিখ আঁখি লয়ে পথ পানে চেয়ে।
আজ—যখন ডুবিবে রবি পশ্চিম অচলে,
হেথা—আসিবে গোধূলি-বালা এলো মেলো চুলে।
বাল্য-সখী সে আমার, মণি-কাননের হার,
আহা—আসিবে আমারি তরে ছুটাছুটি কোরে,
তবে—বুঝিবা ঘুমায়ে আছে স্বরগের দ্বারে।

অথবা আমারি তরে নক্ষত্রের রাশি
সুখে—গাঁথিছে, শিখিছে বসি জ্যোছনার হাসি।
দিবসের আলোখানি দু'হাতে সরায়ে রাণী,
আহা—আমারি আমারি তরে আসিবেক ধেয়ে,
হাতে—ক'টি ফল ক'টি ফুল জল টুকু নিয়ে।
গোধূলির কোলে বসি আসিবে শারদ শশী,
সবে—রাশি রাশি অংশুমালা উপহার দিয়ে,
তাই—আছি অনিমিখ আঁখি পথ পানে চেয়ে।
এই বুকে ধ্রুব-তারা ঢালিবে অমৃত-ধারা,
সুখে—আমিও ডাকিব তারে আঁখি চাপা দিয়ে।
কি কথা বলিতে মোরে জ্যোছনা আসিবে ধীরে,
পথে—হাসিবে মলয়ানিলে স্বরগের মেয়ে,
সুখে—আমিও হাসিব তার মুখ পানে চেয়ে।

নৈশ কোকিল।

'বৌ কথা কও বৌ কথা কও—কুহু কুহু—চোখ গেল'
আজ আসন্ন পূর্ণিমা-নিশা,
জ্যোছনায় দশ দিক্ ভাসা,
বিহঙ্গ সঙ্গীত ঢেলে জগত ভরিয়া দিল।
ফুলময়ী-পূরণিমা-রাতে,
সুগন্ধ সুস্থির স্নিগ্ধ বাতে
সুপ্তোত্থিত কোকিলার কলালাপ নিয়ে যায়;

নীল আকাশের তলে তলে,
যেখানে তারকাখণ্ড জ্বলে,
জগতে এ স্বর-লিপি জীবন্ত আনন্দ প্রায়।
স্বর-লহরী-বিকীর্ণ-কারী
কোকিল কুঞ্জকাননচারী,
নিশীথ-জগতে গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান ;
পূত শ্বেত সৈকত-পুলিন,
স্থির জলে মলিন নলিন—
সে স্বরে আবেশময়ী—পুলকে শিহরে প্রাণ।
মুক্ত-পথ তড়াগের জল
সে স্বরের করিছে নকল,
নিশীথ-বায়ু-প্রফুল্ল-বনরাজি-মাঝে থাকি,
কুসুম চায় ঘোম্‌টা টেনে,
'চোখ্ গেল' শুনে শুনে
মধূদয়ে প্রীত হ'য়ে রেণুচূর্ণ গায়ে মাখি।
বার্ত্তাবহ স্বরগের,
রূপের সমষ্টি মরতের,
পত্র-ছত্র মাথে করি পল্লবে লুকায়ে রও,
'চোখ্ গেল চোখ্ গেল' ব'লে
পীযূষ দিতেছ ঢেলে,
গাইছ প্রেমানুরাগে 'বৌ কথা কও—বৌ কথা কও'।

ধর্ম্ম।

অতি সঙ্গোপনে আমি লুকায়ে রাখিব বুকে,
পরাণে মাখিয়ে নিয়ে
পূজিব হৃদয় দিয়ে,
ছাড়িয়া দিব না আর কোন সুখে কোন দুখে।
প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে তোমায় বাসিব ভাল,
তব যোগ্য কিবা আর
ভক্তি প্রীতি উপহার,
ষড় রিপু বলি দিয়ে মিটাব মনের গোল।
এ সংসার মহাবিষ
রোগ শোক অহর্নিশ,
বিষয়-বিষের মাঝে তুমি হে অমৃত-হ্রদ,
তুমি গুরু, তুমি স্বামী,
তব অনুগত আমি,
ছেড় না আমারে তুমি দিও ও অভয় পদ।

সুরভি।

নদী-তীরে বসে আছি সবুজ সাঁজের-বেলা,
ডালে ডালে পাতার তলে দয়েল ডাকে মেলা
ফুটিয়া উঠিল বনে অতি নিশবদে ফুল,
মধুর মলয়ানিলে ঘুমাইল অলিকুল।

নবীন দূরবাদামে খেলে মৃগ-শিশু সবে,
পূরিল কাননভূমি মধুর ঝিল্লীর রবে।
সোণার আঁচল গায়ে দিয়ে সন্ধ্যা-তারা হাসে,
সাঁজের বায়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে সুরভি-রাণী আসে।
কাছে আয় কাছে আয়! সুরভি লো সুখময়ি!
পরাণে রাখিয়া তোরে পরাণের কথা কই।
ত্রিদিবে তোমারে তুষ্ট নন্দন-মন্দার-থর,
কেন এলে এ জগতে করিতে ফুলের ঘর?
এলে যদি এত কাছে এত সুখ নিয়ে ব'য়ে,
এস না একটী বার মধুর শরীরী হ'য়ে।
তোমার শান্তির স্রোতে ভাসি আমি ধীরি ধীরি,
সুরভি! থেক না সখি! আর হেন অশরীরী।

প্রাণের দেবতা।

তাহারে ছোঁব না আমি সে যে গো দেবতা,
এসেছি পূজিব ব'লে, পূজিব হৃদয় খুলে,
নাই বা কহিল কথা—না কহিনু কথা।
কথা ত কথার কথা, কাজ প্রাণে প্রাণে,
দরশ স্বর্গের ধন, পরশে কলুষ মন,
দরশন চাহে লোক দেবতার স্থানে।
পরশন হ'তে ভাল দরশন অতি,

দরশ দেবের যোগ্য, পরশ পশুর ভোগ্য,
দরশে জ্বলিয়া উঠে ধরমের ভাতি।
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি, দূর হ'তে চেয়ে দেখি,
দাও গো! এ বুকে বল অগতির গতি!
অনুদিন অনুক্ষণ পাই যেন দরশন,
শুধু দরশন দিও প্রিয় প্রাণপতি!
নাই বা ছুঁইনু অঙ্গ—না কহিনু কথা,
হৃদে রাখি সদা শুচি, ভকতি-প্রসূনে পূজি,
দূরে দূরে ভালবাসি প্রাণের দেবতা।

শ্যামা পাখী।

শ্যাম-লতিকার গা'য় শ্যামা-পাখী গান গায়,
অতি সুললিত স্বরে মোহিয়া ভুবন,
শ্যামল একটী পাতে, শিশির ঝরেছে রাতে,
তা দিয়ে পাখীরে ধোয় ধীর সমীরণ।
পাখীর গ্রীবাটী ছুঁয়ে একটী পল্লব নুয়ে
তাহাতে ফুটিয়া আছে একটী বকুল,
উষার আলোক-মালা চারি দিক্ করি আলা,
তাহাতে ঘুমায়ে আছে বেহুঁস্ বিভুল।
হঠাৎ প্রভাত-বায় সেখানে বহিয়া যায়,
টুপ্ করে পড়ে গেল সাধের কুসুম,

সাপ্‌টা সমীর-ভরে পল্লব সরিয়া পড়ে,
উষার সে আলোকের ভেঙে গেল ঘুম।
পাখী আর তথা নাই, চলিয়া গিয়াছে ভাই !
ওই যে উড়িয়া যায় আকাশের গা'য়,
ফিরে আয় শ্যামা-পাখী যাস্‌নে কোথায়।

ফল্‌গূৎসব।

ফাল্গুনে ফল্‌গূৎসব বসুধার গা'য় গা'য়
লালাভা ঢালিয়া দিয়া দিন দুই খেলে যায়।
এই দিন দুই আহা ! বসন্ত কি সুমধুর !
বায়ু-বধূ বন-ভূমে মন সাধে ঢালে সুর।
বকুলের কোলে কোলে পাপিয়া ঘুমায়ে খেলে,
কোকিলার কলালাপ লতিকার কাণে কাণে,
ফাল্গুনে ফল্‌গূৎসব বড় সুখ ঢালে প্রাণে।
গোলাপের লাল গালে চন্দ্রমা চুম্বন ঢালে,
কমলে চাঁদিনী-রেখা সুর-চুম্বনের দাগ,
শিশু-কর-ভ্রষ্ট ফল্গু শিশিরে অলক্ত রাগ।
পরাণ মাখিয়া কেশে মলয়ে কুসুম হাসে,
কুসুম-কেশরে ঘুমে মধুকর মধুময়,
আনন্দ ঢালিয়া প্রাণে লতিকার কাণে কাণে
মলয়-মারুত আজি প্রাণ খুলে কথা কয়।
ফাল্গুনে ফল্‌গূৎসব আমোদের আমদানী,
আবিরে আবিরময়ী মোহিনী ধরিত্রী রাণী।

হাসি-মুখ এলো চুল, সুবর্ণের বুল্ বুল্,
মাথায় আবির মাখা, করপুটে কুঙ্কুম,
ভারতের ছেলে মেয়ে খেলা করে মেচে গেয়ে,
যেন—চাঁদের প্রতিভা-মাখা, সোণার কুসুম।
পূর্ণিমা-সাঁঝের বেলা চাঁদের কিরণ ঢালা,
সুন্দর যমুনা-বেলা, যমুনার কলরব—
লহরীর গা'য় গা'য়, কিরণ ভাসিয়া যায়,
সুদূর জলধিজলে গাইবারে ফল্গূৎসব।
রক্ত-কোকনদ মত ভাসিয়া যেতেছে যত
রাতুল আবির-কণা নীল যমুনার গায়,
বসন্ত শীতের সনে বুঝি যুঝি প্রাণপণে,
এসে—ধুয়েছে রকত তার এই নীর-নীলাভায়।
পাখীর অস্ফুট নাদে লতিকা লুকায়ে কাঁদে,
সব—কলিকা-কদম্ব হাসে কালিন্দীর কূলে কূলে,
সাঁঝের কালিমা ঢালা নীলিমায় মেঘমালা,
দু'চারিটী তারাখণ্ড শোভে তার চুলে চুলে।
দিতে—পর্ব্বত-তুষার ঢালি, সারাহ্ণ কুসুম-ডালি,
সুখে—প্রভাত শিশিরবিন্দু আনিয়াছে উপহার,
রজনীর হাত-ভরা পাদ্য-অর্ঘ্য জ্যোৎস্না-ধারা,
এনেছে আকাশ-পট মণিদাম তারকার।
আনিয়াছে ঊষা-বালা বালার্ক-কিরণ-মালা,
আজ—বহুদিনে ফল্গূৎসবে পেয়ে শুভ দরশন,
বসন্ত-প্রকৃতি সতী হরষে বিভোল অতি,
"ফল্গূৎসবে" প্রাণ ভরি করিছে বরণ।

ফুল।

১

শ্যামল পল্লবে খুলি মুক্ত কেশ-পাশ,
কি স্বপন দেখিতেছ কানন-বালিকা?
ধীরে ধীরে বহিতেছে সুরভি নিশ্বাস,
শ্যাম পাতাগুলি যেন ধাতার তূলিকা।

২

গভীর-আঁধার-বনে বসি নিশবদে
কোন্ মহামন্ত্র তুমি করিছ সাধনা?
কোকিল কাকলী করি মধুর প্রভাতে
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা করিছে ঘোষণা।

৩

ঊষা-সমাগমে হাসে ক্ষুদ্র মুখখানি,
গোধূলির বায়ু-স্পর্শে নাচে ক্ষুদ্র কায়,
সায়াহ্নে শিশির-ফুলে সাজ ফুল-রাণি!
কানন-প্রকৃতি শুদ্ধ সুরভি-কণায়।

৪

বদ্ধ জ্যোৎস্না-খণ্ড-সম পল্লব-আড়ালে,
অথবা নীহারময় তারাখণ্ড প্রায়—
শোভিছ কুসুম! তুমি লতিকার তলে,
প্রভাতে সজ্জিতা হও ভ্রমর মালায়।

৫

হিংস্র-জন্তু-সমাকুল আঁধার কাননে
পল্লব-আসনারূঢ়া মাধুরী অতুল,
নাচিছ অকুতোভয়ে প্রফুল্ল বদনে,
স্বরগ-বালিকা সম কে তোমরা ফুল?

রাঙা ফুল।

১

অনিন্দিত জ্যোতির্ম্ময়-রূপিণী কামিনী,
অনাঘ্রাত অবিক্ষত,
সুবর্ণের কোকনদ,
অনাবিল প্রেম-সুধা প্রীতি-প্রস্রবিণী।

২

শারদ পূর্ণিমা-রাতে রজত-নির্ঝর
বহমান মহাস্রোত,
নিস্তবধ নিশবদ,
হাসিছে তোমায় কোলে বিশ্ব চরাচর।

৩

অমৃত উৎসব করি ফুলময়ী রাতে,
ছাড়িয়া নন্দনবন,
ভুলি দেব-দেবীগণ,
ঢালিলে সুতনুখানি রজতের পাতে।

৪

গা'য় ভরা রত্ন সোণা,
আঁচলেতে হিম-কণা,
দেবতার বক্ষ-ভ্রষ্ট রজত-নলিনী।

৫

অথবা কাঞ্চন-চূর্ণ
ছড়ায়ে পড়েছে তূর্ণ,
সে চূর্ণ আঁচলে মাখি প্রফুল্ল অবনী।

৬

কুসুম ফুটায়ে তুলে
খেলিছ মলয়ানিলে,
অলসে ঢালিছ তনু মন্দাকিনী-কূলে,

৭

মন্দাকিনী ঢেউ তুলে
তোমায় লইছে কোলে,
নীহার ধুইছে মাথা ঢুকি এলো চুলে।

৮

কত পূত পবিত্রতা
তোমার শরীরে গাঁথা,
পরশে না হৃদিতল অশিব ভাবনা,
স্বরগের রাঙা ফুল তুমি না জ্যোছনা!

নক্ষত্র।

কে তোমরা সোণামুখী আকাশের গা'য় ?
কোন্ দেশে ছিলি তোরা ? আলি হ'য়ে পথ-হারা,
ঢালিতে কিরণ-কণা লতায় পাতায় ;
নীল সান্ধ্য নভস্থলে মধুর মন্থরে—
আলি তোরা কোথা হতে এই মহাশূন্য পথে
পুণ্য-প্রীতি-স্নেহময়ি ! প্রেম-প্রসবিণি !
সুধাময়ী সন্ধ্যাকালে আঁধার চিকুরজালে
মহানন্দে আবরিছ সব ধরাখানি।
সুবর্ণ-প্রমোদোদ্যানে, বাঁধুলির দল—
তোরা কি সোণার দেবী নিশান্তে মিলায়ে যাবি
আবার উঠিবি ফুটে রজত-উপল
শ্যাম শান্ত কুঞ্জবনে ঘুমন্ত যূথিকা ?
কি মহান্ অনুরাগে তোমার চুম্বনে জাগে !
তোমার চুম্বনে ফোটে শেফালি প্রেমিকা।
সুর-বালিকার ভাঙা কোহিনুর-কণা—
তোরা কি তারকা দেবী, শান্তি-করুণার ছবি,
শত-নীরবতা-মাখা আনন্দে উন্মনা ?
বাসন্তী-মল্লিকা-সম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতম,
কপোল হেমাভা-ভরা গোলাপ-গঞ্জিত,
সংখ্যাতীত সহচরী হাত ধরাধরি করি,
এলো কেশে ব্যোম দেশে নাহি হয় ভীত।
শিরীষ-অশোকপুষ্প-তনু সুকুমার,

চির বসন্তের মেলা, চির শরদের খেলা,
চির-বিকসিত-পুষ্প-সৌন্দর্য্য তোমার।
শ্যামল বেতস-ঝোড়ে ডাহুকী ঘুমের ঘোরে
তব অনুরাগ-মাখা মুখ পানে চায়,
চকোরের চারু আঁখি অনিমিষে চেয়ে থাকি
তোমাদেরি কাছ হ'তে সুধা চেয়ে খায়।
শরদের সাঁজ-বেলা, ছিঁড়িয়া শিশিরমালা,
সাজাইয়া দেও গলা লতা-বধূটীর,
চুম্বনে আঁখির জল স্বর্গ-গঙ্গা-নিরমল,
কপোলে ঢালিয়া দেও ফুল-কামিনীর।
স্বরগে দেবীরা খেলে গঙ্গা-সিক্ত চুল খুলে,
নৈশ নীলিমায় সেই কেশ পরকাশ,
সেই কালো খোলা চুলে সোণার গহনা জ্বলে,
তোমরা কি সেই স্বর্ণভূষার আভাস ?
অথবা তোমরা তারা, বহুদিন দেশ ছাড়া,
আসিয়াছ পর দেশে পথিক নবীন,
অথবা আকাশ-তলে, ক্রীড়া কৌতুকের ছলে
আসিয়াছ দলে বলে সোণার হরিণ।
শরদের শ্যাম সাঁজে, দেবশিশু ফুল-মাঝে
খেলেনা আছিলে বুঝি সোণার বর্ত্তুল,
দেব-শিশু-কর-চ্যুত, নীলাকাশে সমুদিত,
নিশি-যোগে হও আসি অনন্ত অতুল।
স্বর্গের সোণালী তরু, লতা পাতা সরু সরু,
সুপক্ক ডাগর ফল বরণ রাতুল,

সেই সব লাল ফল, বুঝি এই তারা দল,
অথবা নন্দন-ভ্রষ্ট অমৃত-মুকুল।
রয়েছ স্বরগ-ঘরে, দূর হতে দূরান্তরে,
তথাপিও সকলেরে সম অনুরাগ,
নির্নিমেষ নত নেত্রে গভীর ঘুমন্ত রাত্রে
চেয়ে থাক নিম্নদেশে পাহারা সজাগ।
ঘুমাইলে বসুন্ধরা, তোমরাই রাখ তারা!
বিঘন বিপদ হতে দেব-করুণায়,
তোমাদের স্নেহ-মাখা নিশির আঁধার শাখা,
জগত ঢাকিয়া রাখে নিবিড় ছায়ায়।

বিল্ববৃক্ষ।

কি আছে তোমাতে বল?
স্বরগের পবিত্রতা?—মরতের গঙ্গাজল?
আঙ্গিনার এক ধারে
সম্ভ্রমে র'য়েছ স'রে,
শোভিছে নীহার-কণা—শত মন্দারের ফল;
কি আছে তোমাতে বল?

কি মহান্ অবয়ব!
সুগম্ভীর স্তব্ধ রব,
ঢালিছে মানব-প্রাণে বৈরাগ্যের শান্তি-জল!—

আকাশে কনক-কুচি
শুভ্র নিরমল শুচি,
তারকা ঢালিছে শিরে প্রেম-ধারা অবিরল!
কি আছে তোমাতে বল?

অশ্রুমুখী ললনা।

কে তুমি কি হেতু কাঁদ অশ্রুমুখী ললনা?
এলো কেশ এলো বাস, ঘন পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
কম্পিত অধর-পাতা কোন কথা কহ না,
কে তুমি কি হেতু কাঁদ অশ্রুমুখী ললনা?
রোজি দেখি উষাকালে, সাজিয়া কিরণ-মালে
এই বকুলের তলে কাঁদ তুমি কামিনি!
একটী বকুল ফুল ঢেকে দেয় এলো চুল,
নুইয়া মাধবী লতা মুছে দেয় মু'খানি।
আঁখি-জলে ভাবি ফুল অলি আসে করি ভুল,
স্বরগের ফল ভেবে খেতে আসে দয়েলা,
অশ্রু-মাখা আঁখি লয়ে উরধে রয়েছ চেয়ে,
তরুণ অরুণে বুঝি পূজিতেছ সরলা!
কতক্ষণে প্রভাকর বরষি প্রভাত-কর,
উষার তুষার-মালা সব ল'বে শুষিয়া,
তাই বুঝি দূর্ব্বাদাম, চেয়ে আছ অবিরাম,
ভাস্করের ভাতি পানে অশ্রু জল লইয়া।

অথবা করুণাবতি! পৃথিবীর অবনতি
হেরিয়া কেঁদেছ রাতে জুড়াইতে যাতনা,
কাঁদ তবে প্রতি নিশি অশ্রুমুখী ললনা!

নীহার।

কার আঁখি জল তুমি? নীহার-কামিনি
তরু লতা ধুয়ে ধুয়ে
অলসে ঘুমাও ভূঁয়ে,
বড় ভালবাস বুঝি নীরব রজনী।
বনে বনে ফুল-মেয়ে
আছে তব মুখ চেয়ে,
তুমি এসে অঙ্গ-মলা দিবে ধোয়াইয়া,
নীরব নিঝুম রাতে
কৌমুদী কুমুদী সাথে
তোমার গহনা পরি আছে তাকাইয়া।
শতদলে দলে দলে
রয়েছে সৌন্দর্য্য খুলে,
মধুর পরশে তব ঘুমায় ভ্রমর,
চঞ্চল সমীর-স্পর্শে
নাচিয়া উঠিছ হর্ষে
নিরিবিলি গড়িতেছ অমৃতের ঘর।

স্বরগ-স্বপনে মত্ত,
জান না ভবের তত্ত্ব,
প্রভাতে শুকায়ে যাবে স্নিগ্ধ দেহখানি,
আহা—কার আঁখি-জল তোরা নীহার-কামিনি !

বসন্ত।

বসন্ত কি রূপ তব ভাই !
হাসি কান্না মিশামিশি, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাশাপাশি,
তোমার পরশে প্রাণে নব বল পাই,
বসন্ত কি রূপ তব ভাই !
শুষক তরুর শাখে শ্যামল পল্লবে ঢাকে,
ঢুলিছে পুষ্পিতা লতা সলাজ সোহাগে,
মুখ তুলে বেলফুল চুমিছে ভ্রমরকুল,
নাচিছে ভ্রমরা-মালা নব অনুরাগে।
কত সুখে মৌমাছি মধু ফুল বাছি বাছি
ফুলের মধুরাধর করিছে লেহন,
সুবাস মাখিয়া গায় লুকোচুরি খেলে যায়,
ফুল-ললনার সাথে স্নিগ্ধ সমীরণ।
ভ্রমরা-গুঞ্জন শুনি কুপিতা কোকিলা রাণী
বিরাগে মুকল ভাঙে চরণের ঘায়,
নীলাকাশে চারি পাশে নিশীথে নক্ষত্র আসে,
আবরি মহান্ বিশ্ব আঁচলের ছায়।

মধূৎসবে চাঁদ সাদা ছড়ায় অতুল সুধা—
সমুজ্জ্বল শশধর মহাপ্রাণতায়,
পুষ্পরসে মধুক্রম মধু মাসে মনোরম,—
দেবদারু-প্রশাখায় শালগ্রাম প্রায়।
নিচুল-কানন ঘোরে সোণালী-বাসন্তী-ভোরে,
সুখের স্বপন সম দয়েলের গান,
সরযূ গোমতী-তীরে হরষে সারস চরে,
রাজপথে কুসুমের কি মহান্ দান!
গভীর নির্ম্মল নীর পুণ্যতোয়া সরসীর,
পুন্নাগের মুখ-ভরা লহরীর দল,
পথে পথে এলো কেশে দূর্ব্বা-বালিকারা হাসে,
নব-জল-কণা তায় স্বরগের ফল।
কেতকীর ক্ষুদ্র শাখা শুধু পুষ্পরজে মাখা,
অতল-হৃদয়-স্পর্শী ভ্রমরার গীত,
নির্ম্মল নদীর চরে ধান্যবন শোভা করে,
যখন যে দিকে চাই শ্যামল হরিত।
সরল নদীর চর, তরল বালুকা-স্তর,
সরসীর তটে বসে বলাকার মেলা,
সায়াহ্নের অঙ্গে সোণা, স্বর্ণবর্ণা দিগঙ্গনা,
সুবর্ণ দোলায় যায় গোধূলির বেলা।
কাঁদে কেউ হাসে কেউ, মৃদু বায়ে মৃদু ঢেউ,
বসন্তের বায় নাড়া শ্বেত হঁদী মত,
প্রোষিতভর্ত্তৃকা মেয়ে আছে আশাপথ চেয়ে,
আঁখি-কোণে প্রেম-অশ্রু মণি মরকত।

তোমার বদনে সখা!   স্বরগের চিত্র আঁকা,
তোমার পরশে প্রাণে নব বল পাই,
বসন্ত কি রূপ তব ভাই!

প্রিয় দেবতা।

১

কণ্টকসঙ্কুল এই ঘোর বনে
তুমি গো! আমার অমৃত কিরণ,
উজ্জ্বল হইয়া পশ এ পরাণে,
তা'হলেই ভুলে যাব এ বেদন।

২

শ্বাপদসঙ্কুল সংসার-কাননে
ঘোর অমানিশা আঁধার ঢালে,
পাপ প্রলোভন টানে প্রাণপণে,
বিপদে আপদে ছাইয়া ফেলে।

৩

পদে পদে হয় চরণ স্খলন,
পলকে পলকে মরণ-ভয়,
ঝলকে ঝলকে শোণিত পতন,
প্রতি দণ্ডে হৃদে কত ভয় হয়।

৪

উত্থান পতন, পতন উত্থান,
এরি মাঝখানে মানবগণ,
বিষয়-ভোগের অদ্বিতীয় স্থান—
অতি অকিঞ্চিৎকর এ ভুবন।

৫

বিষয়ের বিষে হ'য়ে জর্জরিত,
হেরি এ জগত অসার সম,
তব পদাশ্রয়ে হয়ে লুক্কায়িত
তাই কাঁদি আমি হে প্রিয়তম!

৬

প্রাণের আদেশে লয়েছি চিনিয়া—
তুমিই আমার দেবতা প্রিয়,
প্রাণের কণ্টক ফেলিবে তুলিয়া,
উপদেশ দিবে যা' আবশ্যকীয়।

৭

লুকাইয়ে তব চরণের ছায়
কহিব সকল প্রাণের কথা,
সভক্তি প্রণাম করি রাঙা পায়,
পূজিব তোমায় প্রিয় দেবতা!

তোমার কৃপায়।

সংসারে সারের সার যদি থাকে ভাই!
তোমার পায়ের কাছে আর কিছু নাই।
আকাশে সুন্দর শশী, অমার আঁধার নিশি,
তপন কিরণ ঢালে হেথায় সেথায়,
তাও যেন স্নেহময় তোমার কৃপায়।
ঊষার সুষমা-মাখা, মৃণালে ঈষৎ বাঁকা
নলিনী প্রসন্নময়ী মিঠে মিঠে চায়,
তাও যেন স্নেহময় তোমার কৃপায়।
কুসুম কেশর তুলে সৌরভ-কণিকা ঢালে,
পবন চুমিয়া খায় স্নেহ-মমতায়,
তাও যেন স্নেহময় তোমার কৃপায়।
শুভ্র চন্দ্রাতপ-তলে কোকিল পল্লবজালে
নিভৃত নিকুঞ্জবনে লবঙ্গলতায়,
উহু-শূন্য কুহু-গীতি বসন্তে ঢালিছে নিতি,
সব সুখ অধীনীর তোমার কৃপায়।
প্রকৃতি যে ভাবে রয়, হেসে এসে কথা কয়,
উজ্জ্বল হীরক জ্বলে বেলা-বালুকায়;
জানেন অন্তরযামী, প্রাণ ভরা তুমি স্বামী,
কোটি কোটি কোটি স্বর্গ তোমার এ পায়;
আমি ত অধম হীন, দান হ'তে অতি দীন,
তবে যে বাঁচিয়া আছি তোমার কৃপায়।

সাধের হরি।

কত শত দিন যায়, খুজিতেছি সর্ব্বময়!
এ দেশ ও দেশ হায়! কত না ঘুরি,
কত সাধ কত আশা, কিন্তু মিটিল না তৃষা,
কোথায় না দেখিলাম সাধের হরি।
এক দিন অকস্মাৎ তোমায় আনিল—তাত,
উজলিল চারিদিক্ আমরি মরি!
সবে বলে স্বামী তোর, আমি কিন্তু ভাবে ভোর,
আপনা ভুলিয়া গিয়া তোমারে হেরি।
তোমার ও রূপরাশি দেখিবারে ভালবাসি,
শুনিলে তোমার স্বর আপনা পাসরি,
কত মধু কত সুধা তোমার শরীরে মাখা,
তুমি নাকি অভাগীর সাধের হরি?
ওহে—তুমি নাকি অভাগীর সাধের হরি?

পাগল ভোলা।

পাগল ভোলা!
সরলতা চাহ তুমি হ'ব সরলা,
বনদেবী সেজে এসে জুড়াব জ্বালা,
বুক-ভরা সরলতা, মুখ-ভরা মিঠে কথা,
আমার সকলি আছে—রয়েছে তোলা।

পাগল ভোলা !

আজ মিটাইব সাধ, ভেঙে দিব বাধ বাধ,

সাজাব.কুসুম-ফুলে বরণ-ডালা,

ঝরা তারা কোল পেতে ধরিব আঁধার রেতে,

রূপের বাহারে ধোব মনের মলা।

পাগল ভোলা !

এক বস্ত্রে এলোকেশে, বিনাসনে বনে ব'সে,

তুমি নাকি ভাল বাস কুসুম-তোলা,

তাই দেখ ! এই রেতে চলিয়াছি বন-পথে,

কুঁদফুলে কালো অঙ্গ করিব ধলা ।

পাগল ভোলা !

অভিমান, মুখ ভার দেখিতে হবে না আর,

সরলতা ভালবাস, হ'ব সরলা,

ছুটে যাব হেসে হেসে, আবার জুটিব এসে,

পরাব সোহাগ-ভরে ফুলের মালা।

একেলা পুলিনে বসি বাজাব মোহন বাঁশী,

এতেও কি ভুলিবে না ও মন ভোলা ?

ঝরা পাতা বিছাইয়া, চুলগুলি ছড়াইয়া,

ঘুমাব গাছের তলা করিয়া আলা।

চারি পাশে গুন্ গুন্, ডেকে ডেকে হবে খুন,

আমার সে রূপ দেখি ভ্রমরাগুলা,

পাগল ভোলা !

দূরে অতি দূরে থাকি তুমিও দেখিবে নাকি,

সে মুখ সে কালো চুল বাতাসে দোলা ?

অমনি ছুটিয়া এসে আদরে নিকটে বসে
ডাকিবে সোহাগ-ভরে—ওঠ সরলা !
একধারে বসে থেকে লয়েছি আলস্য শিখে,
এবার লাগিব কাজে র'ব না তোলা।
কখন সরলা-সাজ, কখন কর্ত্তব্য কাজ,
কখন কাঠিন্য-ভাব কভু কোমলা,
কখন পুতুল করে, কখন দুঃখীর ঘরে,
ধন ধান্যে নিবারিতে দরিদ্র-জ্বালা।
যদিও সামান্য নারী, তবুও কি নাহি পারি
পূরাইতে এ তোমার বাসনা গুলা ?
সতীর যেমন স্বামী, আমারো তেমনি তুমি,
এস এস কাছে এস পাগল ভোলা !

(বিবাহ-তারিখে স্বামীকে উপহার প্রদত্ত হইল।)

দেবতা ! প্রণমি তব পায়।

দেবতা ! প্রণমি তব পায়,
অবশ্য যাওনি ভুলে, সেই যে আকাশ-তলে
তেশরা বৈশাখ দিন জ্যোছনা-নিশায়,
দেবতা ! প্রণমি তব পায়।
সেই যে সুখের রাতি, চারিদিকে সুখ-গীতি,
নব বেশ দুজনার পুলকিত-কায়,
দেবতা ! প্রণমি তব পায়।

আকাশের মাঝখানে চন্দ্রমা প্রফুল্ল প্রাণে
ধোয়াইল বসুন্ধরা সুধা-ঝরনায়,
দেবতা! প্রণমি তব পায়।

সেই যে সভায় স্বর্গ, সুধীর আত্মীয়বর্গ,
পুরোহিত পূত-আত্মা দেবতার প্রায়,
প্রভো!—সেই যে জ্যোছনালোকে দুই জনে মন-সুখে
করিলাম ফুল-বৃষ্টি দোঁহাকার গায়,
দেবতা! প্রণমি তব পায়।

সেই যে দুজনে মিলে হাত ধুয়ে গঙ্গা-জলে
কর-যোড়ে নমিলাম ভবেশের পায়,
খণ্ড-অংশু-মালা সম পিতা ভ্রাতা দেবোপম,
আর কত বন্ধুজন বিবাহ-সভায়,
দেবতা! প্রণমি তব পায়।

জানেন অন্তরযামী, অবশ্য ভুলনি স্বামী!
বাঁধিলাম দুইখানি হিয়ায় হিয়ায়,
দেবতা! প্রণমি তব পায়।

নর কি অমর?

সাধের নিকুঞ্জবনে অন্তিম উষায়,
ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী গান গেয়ে যায়।
পশ্চিম গগনে শুয়ে অলস চাঁদিয়া,
শিশির-শীকর-মালা আছে ঘুমাইয়া।

কুসুম-বিতানে পড়ি' ভ্রমরার পাঁতি,
ফুলে ফুলে শোভে যেন কত কেশ-বীথি।
উষার কিরণ-লেখা ফুলগাছ-তলে,
অলসে ঢালিছে তনু শিশিরের জলে।
ফুলের স্তবক খুলে বায়ু অশরীরী,
লতা-ললনায় তোষে পা'য় ধরি ধরি।
বাল-অরুণের আলো লতার বিতানে,
ভাসিছে প্রভাতি ধরা প্রেমের তুফানে!
বিষাদ-বেদনাপূর্ণ শুষ্ক মুখখানি,
কাঁদিল মানস-সরে রাণী কুমুদিনী।
এমন সময়ে আহা! বকুলের তলে
কে তুমি দাঁড়ায়ে আছ এত মধু ঢেলে?
ফুলের মন্দিরে খুলি সৌন্দর্য্যের দল,
কে তুমি হে? কে তুমি হে? বল না হে বল?
ফুলের আসন তব, ফুলের ভুষণ,
মুখখানি পারিজাতফুলের মতন।
কপোলে মূরছি আছে ফুল্ল শতদল,
কমলের দল সম নয়নযুগল।
পূর্ণিমার আলো সম অধরের হাস,
দক্ষিণা-মলয় প্রায় নাসিকার শ্বাস।
মন্দার-সুরভি সম অঙ্গের সুবাস,
শশি-কলা সম কান্তি নাহি ম্লান হ্রাস।
সজল দূরবাদল আছে পদ ছুঁয়ে,
প্রফুল্ল চম্পকলতা আছে কাছে নুঁয়ে।

কোকিল সরল ভাবে স্তুতি-গান গায়,
স্বর্গ-বপু সাজাইল আলোক-মালায়।
বচনে উছলি ওঠে অমৃতের সর,
আমি ত জানি না তুমি নর কি অমর ?

রাধিকা।

১

যাও যাও সরে যাও ওহে নীল-আঁখিয়া !
মোরা সতী কুলবতী,
সবাকার আছে পতি,
এসেছি যমুনাকূলে ঘরে যা'ব ফিরিয়া,
যাও যাও ফিরে যাও ওহে নীল-আঁখিয়া !

২

কেন হে ! ধরিতে চাও নারী-হিয়া-হরিণে ?
কি রূপ আমরি মরি !
কালো রূপে আলো করি
হানিতেছ ফুলধনু দহি দহি আগুনে।

৩

বন-মাঝে একা পেয়ে ওহে বনমালিয়া !
কূলের যুবতী মেয়ে,
প্রাণ হর গান গেয়ে,
গলায় পরায়ে দিয়ে বিষ-প্রেম-ফাঁসিয়া,
যাও যাও সরে যাও মায়া-মৃগ কালিয়া !

৪

ঘনায়ে আসিছে হেথা সায়াহ্নের কালিমা,
সবাকার পথ চেয়ে
পতি আছে ঘরে শুয়ে,
পায়ে ধরি নেত্র-পত্রে ঢাক নেত্র-নীলিমা।

৫

কি বিষ ঢালিয়া দিলে দেহ গেল জারিয়া,
বরষা-দামিনী-সম
ক্ষণেকে ঘটালে ভ্রম,
কাঁপায়ে তুলিলে চিত বিষ-হাসি হাসিয়া।

৬

ধরিতে এ বন-মৃগ বনে বনমালিয়া!
গলে পরি বন-ফুল
নাশিবারে জাতি কুল
রেখেছ বকুল-তলে এ বাগুরা পাতিয়া।

৭

যাও যাও সরে যাও ওহে নীল-আঁখিয়া!
মোরা সতী কুলবতী,
কেন কর অবনতি,
এসেছি যমুনাকূলে ঘরে যা'ব ফিরিয়া।

লতিকা।

চির-তপস্বিনী সম নিশীথ নির্জ্জনে,
ভাসিছ নয়নাসারে, শোকাশ্রু অথবা—
এ তোমার সুখ-ভরা প্রেম-অশ্রুজল!
শিশির-আসারে স্নাত, সরস পবনে
বিকম্পিত ক্ষীণ তনু হতেছে তোমার।
ভ্রমর-চরণ-ভরে ঈষৎ স্পন্দিতা,
ফুলভরে নত কায়, মধু-নির্ঝরিণী,
পুষ্প-রজে মাখা তব পূর্ণ অবয়ব।
শ্যামল যৌবনে তব বসন্ত-চুম্বন
কি মধুর! কি মধুর নীরবতা তব!
শ্যাম শান্ত নৈশাকাশে নীরব তারকা
চুম্বিছে মুখখানি তব! নীরবে চাঁদিমা
বিশদ জ্যোছনা-ফুলে পূজিছে তোমায়।
অদূরে কুলায়ে বসি বন-বিহগিনী
ঢালিছে সঙ্গীত-সুধা শ্রুতি-তৃপ্তিকর;
তুষিতে তোমার চিত্ত কানন-কপোত,
বসি তব আস্তরণে চঞ্চল হৃদয়ে,
তব কর-স্পর্শ-সুখ করিছে বাসনা।
ঘনীভূত অন্ধকারে সুযুপ্তা অবনী,
কিন্তু তুমি চিরকাল চির-জাগরিতা।
কি মন্ত্রে দীক্ষিতা বল! কাহার সাধনা
করিতেছ অহোরাত্র আনত আননে?

কি ব্রত প্রাণের তব? ব্রত-উদ্‌যাপন—
অটল-প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হৃদয় তোমার!
বরষার ধারাবাহী সলিল-প্রবাহে
ভাসে ক্ষুদ্র কায় তব, শীত-সমাগমে
নিষ্প্রভ শ্যামল আভা! বৈশাখ-নিদাঘে
শুষ্ক ফুলরাশি তব, কিন্তু চিরদিন
সম-ভাবাপন্ন তুমি! অবনত মুখে
পালিছ প্রতিজ্ঞা নব-ব্রত-উদ্‌যাপন।
কে বল এমন কষ্ট-সহিষ্ণু এ বনে
তোমা ছাড়া? উচ্চাশয়া কে এমন বল,
এ আঁধার বনভূমে, এ নির্জ্জন স্থলে?
শ্যামল সৌন্দর্য্য তব কে না ভালবাসে?
প্রমত্ত মধুপ সম মধু অন্বেষিয়া
কে না ইচ্ছে তব পাশে করিতে ভ্রমণ?
প্রকৃতি-রাজ্যের শোভা! ধরার কল্যাণে
প্রসবিছ ফল কত—গন্ধময় ফুল!
সে গন্ধে আনন্দময় সমগ্র বসুধা।
বিতরিছ জীবদলে ছায়া সুশীতল,
এ মহা দানের নাহি চাহ প্রতিদান।
নিবারিছ ক্ষুধা তৃষ্ণা মিষ্ট মধু দিয়া
মধুপের, অশরীরী সুবাস বিতরি
তুষিছ পথিকদলে আনন্দদায়িনি!
আছে কি জগতে হেন নর অর্ব্বাচীন
স্ব-ইচ্ছায় করে এই লতা উন্মূলিত?

নিরাশ প্রণয়।

এই ত আনন্দে আছি এই মোর বেশ,
এই ভাবে হেসে কেঁদে দিন হোক্ শেষ।
পূর্ণিমা-নিশির শেষে বসন্ত-কুসুম হাসে,
তাহাদের কাছে মোর না গেলে কি নয়?
অমা-রজনীর শেষে না হয় এলানো কেশে
চুমিয়া আসিব সেই ম্লান কুবলয়!
সন্ধ্যার শ্যামল শাখে পাপিয়া ঘুমায়ে ডাকে,
করবীর মুখ চেয়ে অনূঢ়া যূথিকা,
লাল মাথা লাল চুল, আকাশের লাল ফুল,
সাগরে নামিয়া খেলে নক্ষত্র-বালিকা।
প্রকৃতির নীরবতা, স্রোতের অস্ফুট কথা,
না হয় যা'ব না সেথা—ঊষার অঞ্চলে,
ফুটন্ত কুসুম গাঁথা, আধ হাসা আধ কাঁদা,
শিশির-সলিলে স্নুঁদী বাঁধুলীর দলে।
জ্যোৎস্না-স্তবক খেলে, সোণায় সোহাগা গলে,
অপরাজিতার লতা এক কোণে নুঁয়ে,
যামিনীর শেষ ভাগে, আধ মান আধ রাগে,
শরত-শেফালি ঝরে মঞ্জু-কুঞ্জ-ভূঁয়ে।
শ্যামল মাধবীলতা তরু-শিরে-শিরে গাঁথা,
পুষ্পাভা পুষ্পিকা পাতি আধ জাগরণে,
মেঘের বিজলী-কণা জ্বলন্ত অগ্নির দানা
বুঝিবা স্বরগ খোঁজে জাগ্রত স্বপনে।

ভাঙিয়া আকাশ-ঘর পড়িতেছে নিরন্তর
শোভা শান্তি অতুলন তাহাদের গা'য়,
কি কাজ সেথায় গিয়ে ? সেথা হতে পলাইয়ে
ঘুমাব যমুনা-কূলে আঁধার বেলায়।
ছিন্ন বাস ভগ্ন মন, দেহ দহে অনুক্ষণ,
অশ্রুবারি-ভারাক্রান্ত নয়ন-পল্লব,
নিদাঘে মঞ্জরীচ্যুত পতিত ফুলের মত
কাঁদিব নয়নবারি ভরিয়া বিভব ;
জ্যোছনায় ঢেলে দিয়ে আঁধারের রাশ
নিশ্বাসে উড়ায়ে দিব ফুলের সুবাস।
একটী বকুলফুলে ভালবাসা দিব ঢেলে,
কি কাজ আমার দিয়ে শত শতদল ?
ঘোর আঁধারের কোলে ঘুমাব জগত ভুলে
বিছাইয়া অশ্রু-মাখা মলিন অঞ্চল।
চাহি না করিতে লীলা প্রণয়-প্রেমের খেলা
উপাস্য দেবতা মম নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
দারুণ নৈরাশ্য নিয়ে অশ্রুজলে দিব ধুয়ে,
বাঞ্ছিত আমার চির নিরাশ প্রণয়।

হায় হায়।

নাহি কি গো ভালবাসা ? না না তা'ত নয়—
দেখিলে পরের দুখ
উথলি উঠিছে বুক,
পরের আঁখির জলে আঁখি-জল বয়,
নাহি কি গো ভালবাসা ? না না তা'ত নয়।
সমস্ত জগত জনে
টানিয়া লইছে প্রাণে,
কেবল এ দুঃখিনীরে ঠেলে দিবে পায় !
কেন তবে এ জীবন ? হায় হায় হায় !

বড় ভয় করি।

পাষাণ ! তোমারে আমি বড় ভয় করি,
তুমি বড় নিরদয়, ভেঙে দিলে এ হৃদয়,
ছিঁড়িলে কোমল মন শত খান করি ;
পাষাণ ! তোমারে আমি বড় ভয় করি।
দেখিতে ত এত ভাল, পরশে পরাণ গেল,
অশনি হানিলে শিরে পুষ্প-রূপ ধরি ;
পাষাণ ! তোমারে আমি বড় ভয় করি।
ভাঙা প্রাণ ভাঙা মন সচেতনে অচেতন—
নিবিড় বিষাদ মোরে রহিয়াছে ঘেরি ;
পাষাণ ! তোমারে আমি বড় ভয় করি।

তোমার আশ্রয় নিয়ে বেঁচে আছি মত্তা হয়ে,
মারিলে আমারে তুমি বিষে বিষে জরি ;
পাষাণ ! তোমারে আমি বড় ভয় করি।
বেঁচে থাক সুখে থাক, প্রাণ রাখ নাহি রাখ,
বাঁচিলেও মরিলেও রহিব তোমারি ;
যদিও তোমারে আমি বড় ভয় করি।

পুরুষের

অতীব গভীরতর
হৃদয়ের মাঝ-খান ;
এথা— ওঠে না তপন শশী, বয় না নদীর জল,
কভু— ফোটে না পাখীর মিষ্ট গান।
কি যেন আঁধার এক,
জানি না কেমনতর,
আবার উঠিছে ঘন, তাহাতে মৃদুল গীতি—
ওগো— "এস এস—সর সর"।
তার— কঠিন বচনাঘাতে
জল ঝরে আঁখি-পাতে,
মম— ছিঁড়িল ভাবের তন্ত্রী ভালবাসা ম্রিয়মাণ।
সব— বাসনা গিয়েছে মরে,
হায়— দেখেছি অনেকতর,
দেখিনি এমন আর,

ভাসিতে লোহার পদ্ম প্রেম-ভালবাসা-সরে,
হায়— প্রাণ যে উদাস করে,
অতল অতল অতি
পুরুষের হিয়া,
সেখানে পশিতে চাই, কেমনে পশিব বল
কোন্ পথ দিয়া ?
গুণ গুণ কোন গুণ
নাই কি আমার আর,
তবে কেন পথ ভুলি
দেখি শুধু অন্ধকার ?

সুখ নাই শান্তি নাই।

জগত অনন্ত বটে, এ অনন্ত স্থলে
দেখিলাম এক বিন্দু সুখ নাই মিলে।
একে একে দেখিলাম সকল সংসার,
খুঁজিলাম সর্ব্ব স্থান, বাকি নাই আর।
তবে আর এ সংসারে কেন থাকি ভাই !
যদি আমাদের কোন সুখ শান্তি নাই ?

আক্ষেপ।

মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গলে মাখা হ'য়ে,
কত কাল রব আর অসার জীবন ব'য়ে!
সারশূন্য ভাসা প্রাণ ভারবহ হয় জ্ঞান,
প্রাণের উদ্দেশ্য যিনি, জীবনের ধ্রুব-তারা,
যাঁহার পবিত্র কোলে দিয়েছি জগত ঢেলে,
তাঁর ভালবাসা বিনে হ'য়ে আছি আধ-মরা।
জগত হউক অন্ধ, কুসুমে মরুক গন্ধ,
পবন নীরব হোক্—শুষ্ক হোক্ সরোবর,
স্তব্ধ হোক্ গ্রহ তারা, বহুক অগ্নির ধারা,
আমিও মিশাই তাহে—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নর।

পা'ব প্রতিদান।

আমি সূর্য্যমুখী ফুল—
মন প্রাণ হারাইয়া অশোকের বনে,
শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে, ফিরিলাম নিজ স্থানে,—
কিনিলাম মর্ম্মদাহ গোপনে গোপনে;—
উজ্জ্বল তপন হেরি' হারাইনু জ্ঞান—
সে রবি যে মহা উচ্চ, আমি তুচ্ছ অতি তুচ্ছ,
জানি না কোথায় কবে পা'ব প্রতিদান!

দেব-শিশু।

দোল খুলে দেলে ঝি! যাই আমি যাই,
কাঁদিছে কাঙাল বুলা কেহ ওল নাই!
হয়েছে মলার মত, কিছু খায় নাই,
বাপ্ নাই, মাও নাই, নাই বোন ভাই,
কাঁদিছে কাঙাল বুলা যাই আমি যাই।
মা দিয়েছে চক্‌চকে টাকা এক মোলে,
ব্যাগ খুলে দেলে ঝি! দিব তা বুলোলে!
বলে দেই এই টাকা ভাঙাইয়া নিও,
চাল কিনে দাল কিনে পেট ভলে খেও।
মা যদি বকেন মোলে চুপ ক'লে লব,
লাগিলেও মালিলেও কথাটী না ক'ব।
ওলে ঝিলে! এনে দেলে! লুটি কয়খানা,
বাতাসা কলাইভাজা এলাচিল দানা।
তুই যদি না পালিস বল মোলে ভাই!
ওই জানালাল পথে চুপ কলে যাই।
যা আছে খাবাল কিছু আনি জোল কলে,
খেয়ে দেয়ে সুখে বুলা ঘলে যাক্ চ'লে।
দুয়ালে কাঙাল কাঁদে কেহ ওল নাই,
দোল খুলে দেলে ঝি! যাই আমি যাই!

ব্যাকুল বড় প্রাণ।

কত শান্তি কত সুখ, কত ভাবে ভরা বুক !
সব পুড়ে হ'য়ে যাবে ছাই ;
কোথা আদি কোথা অন্ত
আহা ! তাহা কারো জানা নাই।
জানিবারে প্রাণ চায়, ম'লে জীব কোথা যায়,
সত্যই কি আছে দিব্য স্থান ?
সত্যই কি আছে তথা স্বরগ কনক-লতা,
অনাদি অনন্ত ভগবান্ ?
সত্যই কি যায় দেখা বিকট কালাগ্নি-রেখা,
হয়—পাপীর উচিত শাস্তি দান ?
কিবা মিথ্যা কিবা সত্য, কি অনিত্য কিবা নিত্য
জানিতে ব্যাকুল বড় প্রাণ।

করুণা ক'রে।

পূজিব তোমারে আজি ভকতি-ভরে,
এস নাথ ! এস কাছে, বোস এ হৃদয়-মাঝে,
একবার দেখা দাও করুণা ক'রে।
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমি এ নরকে মুক্তি,
বাঁচিয়া যে আছি নাথ ! তোমারে স্মরে,
একবার দেখা দাও করুণা ক'রে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি বিবিধ বরণে সাজি
এনেছে বিবিধ রত্ন তোমারি তরে,
একবার দেখা দাও করুণা ক'রে,
পূজিব তোমারে আজি ভকতি-ভরে।
নাশ হে ! এ মহা ক্ষুধা, দাও দরশন-সুধা,
একবার এক দণ্ড উদর পূরে।
তুমি প্রিয় তুমি প্রাণ, তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান,
তুমিই দিয়েছ গড়ে মানব ক'রে।
দাও তবে দাও বল, কেন র'ব দুরবল ?
কেন রব এ রকম বাঁচিয়া ম'রে ?
নর-দেহ পশু-প্রাণ, তুমি আমি ব্যবধান,
এত দুঃখ সহে র'ব কেমন ক'রে ?
যখন যে দিকে চাই, তুমি বিনে কেহ নাই,
তবুও শমন কয়—লইবে ধরে।
দোহাই দোহাই প্রভু ! পাপীরে ছেড় না কভু,
বাঁচি যেন তব নামে এবার ম'রে,
একবার দেখা দেও করুণা ক'রে,
পূজিব তোমারে আজি ভকতি-ভরে।

কোথা আছি ?

উপরে অনন্ত শূন্য অগণ্য তারকা,
ভূতলে অগাধ সিন্ধু অনন্ত বালুকা।
পার্শ্বে ঘন বনরাজি উচ্চ গিরিশ্রেণী,
ব্যাপিয়া অনন্ত দিক্ আঁধার যামিনী।
সম্মুখে শ্মশান-শয্যা ভীষণ-আকৃতি,
উপরে বজ্রাগ্নি-রেখা বিকট-মূরতি।
এ প্রাণ বাসনা-স্রোতে সদা নিম্নগামী,
মনেতে আশঙ্কা সদা কোথা আছি আমি

সখীর প্রতি।

সেই যে সে দিন সেই বকুলের তলে
দুই জনে পাশাপাশি,
কত কথা হাসাহাসি
করিতাম ভাসিতাম আনন্দ-সলিলে,
সেই না সে দিন সেই বকুলের তলে ?
ঊষা-ফুল্ল বেলফুল,
মধুলুব্ধ অলিকুল,
ধবল জলদ-মালা উদয়-অচলে,
সেই যে সে দিন সেই বকুলের তলে।

কুবলয় সরোবরে,
যূঁই চাঁপা থরে থরে
সুবাস ঢালিতেছিল উষার আঁচলে,
সেই যে সে দিন সেই বকুলের তলে।
অস্পষ্ট নক্ষত্রমালা
পারিজাত-ফুল-ডালা
চুম্বন ঢালিয়া খেলা দিতেছিল ফুলে,
সেই যে সে দিন সেই বকুলের তলে।
উষার ধূঁয়ায় ঢাকা
চন্দ্রমা চিকণ বাঁকা
বিষাদে ঢাকিল তনু উষার আঁচলে,
প্রভাতের বায়ু-ভরে
বিহগ চলিল উড়ে,
ছুটিল বলাকাশ্রেণী নীলিমার কোলে,
সেই যে সে দিন সেই প্রভাতের কালে।
কাননে অমৃতাক্ষরে
পাপীয়া ঝঙ্কার করে,
ময়ূর নাচিয়া বোলে কদম্বের মূলে,
নির্জ্জনে নিম্বের শ্রেণী,
ঘুঘুর সঙ্গীত-ধ্বনি,
ছুটিল ধবল হংস সরস শৈবালে।
সেই যে সে দিন সেই মধুর প্রভাতে,
তমালের তলে তলে
বিরলে কুরঙ্গ চলে,

প্রীতি ও পূজা।

বহিল যমুনা গঙ্গা মৃদুল প্রপাতে।
সে দিনের সুখ-কথা
মুকুতার পাতে গাঁথা,
মনে কি পড়ে না তব ? গিয়েছ কি ভুলে ?
আঁধার ফুলের ডালে
কোকিল সঙ্গীত ঢালে,
ঝরিল মলয়ানিল কুসুমের দলে,
সেই যে সে দিন সেই বকুলের তলে।
সুন্দরী ঊষার করে
শিশু রবি খেলা করে,
হেরিয়া কমল হাসে সরসীর জলে,
সুদূরে সিন্ধু-কাবেরী গরবে উথলে।
খণ্ড খণ্ড জ্যোছনায়
তখন ভাসিয়া যায়—
নিবিড় কাননখণ্ড কুসুমের ঝাড়,
কাহারো চিকুরে চাঁপা,
কাহারো এলানো খোঁপা,
সৌন্দর্য্য উথলি পড়ে বন-লতিকার।
নিহার-মুকুতা-পাতি
প্রকৃতি স্বহস্তে গাঁথি
বন-সারিকার গলে দিল পরাইয়া,
সেই যে সে দিন সেই
সখি ! কি স্মরণ নেই ?
দিলাম দু'জনে চাঁপা চামেলীর বিয়া।

গলাগলি দুই জনে
কত কথা কাণে কাণে
কহিলাম শুনিলাম কত শত বার,
উষার সুষমা-ভরা
ফুল্লমুখ আঁখি-তারা
সেই যে তোমার সই! ভুলিব কি আর?
বন-সারিকার স্বর,
ফুলের নিকুঞ্জ-ঘর,
সরসীর সর্ সর্ সেই দিনকার,
তোমার মুখের কথা
ভাঙা ভাঙা আধা আধা,
হাসির তুফানে ছোটে এ ধার ও ধার।
সেই যে বকুল-মূলে,
দেবী-বেশে এলো চুলে,
মনে কি পড়ে না কথা সেই দিনকার?
পরিতে সে ফুলমালা,
খেলিতে সে সুখ-খেলা,
সখি রে! আবার ইচ্ছা হয় কি তোমার?

বিবাহ।

আজিকে পূর্ণিমা-দিনে ফুলময়ী সাঁঝে
একটী প্রেমের বাঁশী প্রাণে প্রাণে বাজে ;
মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া একেলা
আন মনে গাঁথিতেছি এক রাশ মালা ;
সম্মুখে শ্যামল শাখে ক্ষুদ্র যূঁই ফুল
নির্নিমেষে চেয়ে আছে বিবশ বিভুল।
ললিত লবঙ্গলতা শিখেছে পাশ্চাত্য প্রথা,
ঘোমটা খুলিয়া গায় সখার পরশে,
পবন-পরশ পেয়ে বাপী ওঠে উথলিয়ে,
কুমুদ মেলিছে আঁখি নূতন হরষে।
সেই বাতায়ন-পাশে মারুত খেলিতে আসে
খুলে দেয় কেশ-রাশ,
টানে পিধনের বাস,
পরাণের কথা যায় কাণে কাণে ক'য়ে,
এমন সময়ে এথা কে এলো গো গেয়ে ?
কোন্ সুরে গান গাও, বল ওগো ! ব'লে যাও,
এত নিরজনে এলে কোন্ পথ দিয়ে ?
সে কহিল আমি হই একজন কবি,
গান গেয়ে ভ্রমি আমি—মোর সাথে যাবি ?
ওকি তোর কোলে বালা ! গ্রথিত কুসুমমালা,
নূতন আয়তী ব'লে এক গাছ দিবি ?
আমি আনিয়াছি বালা ! এক বনফুল-মালা,
আদরে পরায়ে দিব নিবি বালা ! নিবি ?

দূর বাতায়নে থাকি, ওকি অনিমেষ আঁখি,
কি দেখিছ এত বালা! মোর মুখে চেয়ে—
এস তবে কাছে এস! কুসুম-আসনে বোস,
কানন-প্রকৃতি-রাণী দিয়ে দিক্ বিয়ে।
হুলু দিবে পিক-বধূ, ফুলরাণী দিবে মধু,
সলিল ঢালিয়া দিবে শিশির-কামিনী,
চারু চন্দ্র তারা নিয়ে, দেখিবে তা তাকাইয়ে,
আমি আজ রাজা হ'ব তুই হবি রাণী।

কুঞ্জবনে যাই।

চল না সজনি! শ্যাম কুঞ্জবনে যাই,
শ্যাম পাখী দলে দলে নাচিছে মাধবী-ফুলে,
তমালের তলে চরে দলে দলে গাই,
চল না সজনি! শ্যাম কুঞ্জবনে যাই।
দেবতার জ্যোতি জ্বলে গাছের পাতায়,
পাখী কল কল স্বরে বেদান্তের ভাষ্য করে,
পবন নিবিষ্ট মনে রামায়ণ গায়,
যোগিনীর আব্‌ছায়া আছে লতিকায়।
বিকসিত ফুলদলে দেবতার আঁখি জ্বলে,
ধার্ম্মিকের প্রতিচ্ছায়া বিটপীর গায়।

প্রীতি ও পূজা।

ক্ষুদ্র শিষ্য-সম্প্রদায় অলি-শিশুগণ
স্নুগন্ধ কানন-ঘরে পরিণাম মনে ক'রে
শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠস্থ করে ভন্ ভন্ ভন্।
সময়ের অনির্দ্দিষ্ট আদেশ পালিয়া
সমস্ত কানন-স্থলী করি দিব্য কৃতাঞ্জলি,
স্রষ্টার চরণতলে রয়েছে নুইয়া।
প্রকৃতি কানন-ঘরে হয়ে লুক্কায়িত
সাধিছে কঠিন তন্ত্র, পড়িছে মহিমা-মন্ত্র,
প্রতিশব্দ করে তার বিহগ-কূজিত।
অতীব বিনীত ভাবে চারু এক ডালে
কপোত কপোত-বধূ ঢালিছে মুখের মধু,
সোণার নলিনী যেন সোণাল শৈবালে।
পূর্ব্বাহ্নিক রবি-করে উপবন-মাঝে
যে সৌন্দর্য্য মধুরতা, যে নিস্তব্ধ নীরবতা,
ততোধিক দৃশ্য-শোভা শরদের সাঁঝে।
স্থূলাঙ্গ পুরাণ তরু মূরতি গম্ভীর—
ইহাদের গায় গায় প্রতিক্ষণ দেখা যায়
শত ব্যাস পরাশর শত যুধিষ্ঠির।
চলনা সজনি! শ্যাম কুঞ্জবনে যাই,
চুলগুলি খসে গেছে বেঁধে কাজ নাই।
এলাইয়া কেশরাশ নব-মেঘ-পরকাশ
কাননের প্রান্তভাগে করিব দু'জন,
পথিক বিস্ময়াবিষ্ট ভাবিবে হইয়া হৃষ্ট
ভূমিতলে মেঘমালা এ আর কেমন!

হাসি মুখে এলো চুলে, সাজিব মাধবী-ফুলে,
অতি নিরজন স্থলে পাশাপাশি বসে,
দেখি সে মোহন মূর্ত্তি অন্তরে পাইয়া স্ফূর্ত্তি,
হরিণ হরিণী যাবে গাও ঘেঁসে ঘেঁসে।
ঢালিয়া সৌরভ-কণা দুলায়ে কাণের সোণা
মারুত চলিয়ে যাবে গাও ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
একখানি ছোট ডালে পলায়ে পল্লব-জালে,
তুষিবে পাপিয়া-বধূ 'বৌ কথা' ক'য়ে।
সজনি লো! সাঁঝ-কালে বসিয়া বিটপি-তলে,
গাঁথিব মনের মত কুসুম-মালিকা,
আবেশে পড়েছে নুঁয়ে আধ ব'সে আধ শুয়ে,
রূপের বিকাশ-স্থল চম্পক-যূথিকা।
লাগিয়া কিরণ-রেখা ফুলে ফুলে কিবা লেখা!
আনন্দে দু'জনে মিলি পড়িব বিরলে,
কুসুমকানন-স্থলী দিব্য অভিনয় খুলি
খেলিতেছে অপরাহ্ণ-চন্দ্রাতপ-তলে।
এই অভিনয়-নেতা প্রকৃতি অমৃত-কণা
ঢালিছে অব্যক্ত স্বরে মানব-জীবনে,
অনির্দ্দিষ্ট ভাবে টেনে লইছে স্রষ্টার পানে
অযাচিত প্রেম-সুধা ঢালি প্রাণে প্রাণে।
স্বর্গের বারতাবহ ঝরিতেছে অহরহ
পর্ব্বত-যজ্ঞোপবীত নির্ঝর-মালিকা,
অনাবিল প্রেম ঢালি নির্ঝরিণী কুতূহলী
বহিছে সরসী-রূপে সাগর-প্রেমিকা।

হেরিলে সে শোভা-স্বর্গ অবশ ইন্দ্রিয়বর্গ
সসীম ভুলিয়া ক্রমে অসীমে মিশাই,
চল না সজনি! শ্যাম কুঞ্জবনে যাই।

নিমন্ত্রণ-পত্র।

১৩০৩। ৭ই পৌষ। রংপুর।

জানালায় বসে আছি অপরাহ্ন-বেলা,
শুভ্র এক ছড়া মালা
টেবিলে রয়েছে তোলা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আসিতেছে পাপিয়ার গলা,
জানালায় বসে আছি অপরাহ্ন-বেলা।
চপল দখিনা-বায়
আঁচল টানিয়া যায়
আদরে ছুড়িয়া দিয়া কুসুমের ঢেলা,
জানালায় বসে আছি অপরাহ্ন-বেলা।
সেইখানে অকস্মাৎ
পরিচারিকার সাথ
আনি দিল লিপি এক হৃদয়ের বালা,
লিপি খুলে দেখি সই!
লিপিখানি তোমারই,
পড়ে পড়ে জুড়ালেম হৃদয়ের জ্বালা।

দু’বছর হয় ভাই!
তোমা আমা দেখা নাই,
দেখিতে তোমায় সাধ প্রাণের সরলা!
আসিলেই দেখা হবে,
হৃদয়ের মলা যাবে,
আসিও একটীবার অনুগ্রহ ক’রে,
স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে
ঢাকা কলিকাতা দিয়ে
আসিও দেখিয়ে যেও দরিদ্রের কুঁড়ে।
রাজসাহী রংপুর
নহে ত অনেক দূর,
দরিদ্রের নিমন্ত্রণ এস এস সই!
হিয়াতে রাখিয়া হিয়া,
ঠোঁটে ঠোঁট মিশাইয়া,
সখি রে! প্রাণের কথা আয়! হেথা কই
দেখিবি এখানে কত
শোভা আছে মনোমত!
শরদের সাঁঝে ফোটে কত বেলফুল!
শোভা-করা কত তারা
কত ঢালে সুধা-ধারা!
স্বর্গের সঙ্গীত গায় পিক-বধূকুল।
বসি দোঁহে একমনে
আদরের অভিমানে
ঢালিব আনন্দ-অশ্রু—জগতে বিরল—

নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে
রহিলাম তাকাইয়ে,
ষ্টেশনে ট্রেণের পানে আসিবি কি বল?
তোমার সই।

বঙ্গ-কুলনারী।

বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী,
ধীরতা-নম্রতা-মাখা, ঘোমটায় মুখ ঢাকা,
রয়েছে উনন-ধারে চিরকাল ধরি,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুলনারী।
নয়নে কজ্জল-দাগ, অধরে তাম্বুল-রাগ,
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু লক্ষ্মীর আসন,
সহাস্য সুন্দর মুখ, সুন্দর সরল বুক,
উজ্জ্বল তারার মত আনত আনন।
সলাজ সুন্দর আঁখি, জানে না ছলনা ফাঁকি,
কায়মনে চেয়ে রয় পতির বদনে,—
মৃদু হাস্য মৃদু কথা, শ্যামা লজ্জাবতী লতা,
অমৃত উথলি উঠে মন্থর গমনে।
অঞ্চলে আবরি রাখে যৌবন-মাধুরী,
কভু উচ্চ বাচ্য নাই, যাহা পাবে নিবে তাই,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী।
অবস্থা যেমন যার, তেমনি চরিত্র তার,
কুরূপ সুরূপ পতি নির্গুণ নির্ধন,

হোক্ বোবা হোক্ অন্ধ, বিচারে না ভাল মন্দ,
পিতা মাতা যারে দিবে সেই প্রিয়জন।
মারিবে কাটিবে পতি, কথাটী ক'বে না সতী,
তবুও মঙ্গল ইচ্ছা করিবে স্বামীর,

বুক-ভরা স্নেহ-ধারা, পতি-প্রেমে মাতোয়ারা,
স্থির সরসীর ন্যায় গম্ভীর সুস্থির।
আঁখি-ভরা সুশীতল বরষা-গঙ্গার জল,
সফেন তরঙ্গে সদা হয় উদ্বেলিত,

উচ্চ হিয়া উচ্চ মন, উচ্চ কাজ অনুক্ষণ,
তবুও ক্ষুদ্রের ন্যায় পর-পদানত।
সর্ব্বদা সন্তুষ্টমনা, সামান্য নীহার-কণা,
একটু উত্তাপে শুষ্ক কমনীয় কায়,

একটু মলয়ানিলে আবেশে পড়িবে টলে
আবার সহালে স'বে ঝঞ্ঝাবাত তায়।
সুবাস আবদ্ধ যথা ফুলের ভিতরে,
তেমনি গৃহের মাঝে বঙ্গ-নারী বদ্ধ আছে,
মনভ্রমে পদার্পণ না করে বাহিরে।

যদিও আবদ্ধ তারা, তবুও ভারত-ভরা
তাদেরি সন্তান স্বামী তাদেরি সকল,
যদিও ললনা-লতা বাহিরে কহে না কথা,
তবুও উত্থিত সদা শান্ত কোলাহল।

যদিও দেখে না চেয়ে, তবুও ফেলেছে ছেয়ে,
তাদেরি নয়ন-তারা ভারত-জননী,

রমণী কুসুম-থর, তবুও ত থরতর,
প্রতি ঘরে ঘরে বংশধর-প্রসবিনী।
ত্রিদিব-নন্দন-বনে লক্ষ্মী বসে পদ্মাসনে,
বঙ্গ-ঘরে-ঘরে বুঝি তাহারি মাধুরী,
সীমন্তে সিন্দূর-ফোঁটা, মাথে চুল ঘনঘটা,
অধর তাম্বুলে লাল বিদ্যুৎ-লহরী।
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুলনারী।
তৃতীয়ায় শশি-কলা, জানে না কুহক ছলা,
বড় ভালবাসি আমি সরলা সুন্দরী।
অনিন্দ্যরূপিণী নারী পূজা করি প্রাণ ভ'রে,
মঙ্গল-আরতি করি ধান্য দূর্ব্বা নিয়া,
জীবন্ত লক্ষ্মীর প্রায় শঙ্খ-সিন্দুরেতে ভায়,
সংসারের হিত করে মন প্রাণ দিয়া।
বিলাতের রাঙা মেয়ে পথে যায় নেচে গেয়ে,
যৌবনে বিবাহ করে "কোর্টসিপ্" করি,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুলনারী।
মেমদের রং সার, ধারে না পতির ধার,
সড়কে সড়কে ভ্রমে ড্রেস বুট পরি,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুলনারী।
ভারতের বোকা বধূ ঘরে থাকে শুধু শুধু,
অতি কষ্টে পত্র লেখে "শিশুশিক্ষা" পড়ি,
কিছুতে হয় না রুষ্ট, স্বামীরে দেয় না কষ্ট,
তাই ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী।

মুকুল। *

এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল !
যেমন সরল প্রাণ,
তেমনি ত তেজীয়ান্,
স্বরগের হাসি-মাখা সোণার পুতুল !
এতদিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল !
হীরা মণি দূরে ফেলে,
মুকুল লইছে তুলে,—
বালক বালিকা সব হরষে আকুল !
এত দিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল !
কি সুন্দর "কালা ঘোড়া,"
'নাসাবতী' হ'ল খোঁড়া,
'মিথ্যা কথা অজিতার' অনর্থের মূল ;
এত দিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল ?
'সখের যাত্রার দল',
ছেলেদের কুতূহল,
'হাত-কাটা মেয়েটীর' নাহি সমতুল ;
এত দিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল ?

'কুমীরের অতি বুদ্ধি' কি মজা কি মজা !
'বুল্ বুল্' প্রজাপতি,
শিশুদের স্ফূর্ত্তি অতি,
উচ্চ আশে 'কুলীবর' কত পেল সাজা।

* মুকুল—পত্রিকাকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত হইল।

'মেরু-প্রদেশেতে' শিক্ষা হ'ল শিশুদের,
ছোট বড় সাপ কত
উঠিয়াছে অবিরত,
'এটা কি' দেখিয়া শিক্ষা বেড়ে গেল ঢের।
অমৃত শরীরে মাখি
সাহিত্য-কাননে থাকি
যে সুবাস ঢালিতেছ তুমি রে মুকুল!
সে সুবাসে পুলকিত,
ছুটিতেছে অবিরত,
তোমারি আশ্রম-ভূমে শিশু-অলিকুল;
এত দিন কোথা তুমি আছিলে মুকুল?

প্রাণ-কানু।

কাল সকালে কদম-তলে,
ছুটিয়া গেলাম সই!
তেমনি গায় পাপীয়া বউ,
পিউ পিউ পিউ কই।
তেমনি ক'রে লহর তুলে
কাল যমুনা বয়,
তেমনি ক'রে মধুর স্বরে,
ভ্রমর কথা কয়।
সেই রকমি তারা গাছে
রাঙা রাঙা ফুল,

তেমনি ঝরে ঝুর্ ঝুরিয়ে
বাতাসে বকুল।
তেমনি বহে রজত-ধারা
কাল পাহাড়ের কায়,
তেমনি তর নিঝর-জল
কুল্ কুল্ কুল্ গায়।
কদম-তলে তেমনি শোভা
দেখে এলাম সই!
কিন্তু—শোভার মাঝে, শোভা নাই,
প্রাণ কানু বই।

তরু-তলা।

তরু-তলা দেখা হ'ল,
চলে গেল না ক'য়ে কথা;
বিনা সূতে হার গেঁথেছি
ছিঁড়িয়ে ফেলে দিল ব্যথা।
রাধা ব'লে মধুর স্বরে
বাঁশী বাজাই তরু-তলা;
দেখেও দেখে না সে যে
এতই কি গো! অবহেলা!
কাল আস্তে বেলা গেল,
এইতে বুঝি মুখভার;

তাই বুঝি কয় না কথা,
এ কুঞ্জে আস্‌বে না আর।
ডালা-ভরা ফুল তুলেছি
সেই চরণে দিব ডালি ;
কৈ সে আমার রাঙা পদ
ফিরিব বুঝি খালি খালি।
তরু-তলা ফুল বিছায়ে
ফুলাসন দিলাম পেতে ;
বসিবে না প্রেম-প্রতিমা,
এমনি ইহা যাবে মুদে।
সে এল না তারি কারণ
ঝরিয়ে গেল বকুল ফুল ;
তারি কারণ কেঁদে কেঁদে
ঘুমায়ে গেল অলিকুল।
ফেলিয়া দেই ধড়া চূড়া,
ফেলিয়া দেই পীতাম্বর ;
ছিঁড়িয়া ফেলি ফুলের মালা,
ছড়ায়ে ফেলি ফুলের থর।
নীল আকাশে ডুবিয়া গেল
তৃতীয়ার ও শশিকলা ;
আঁধার রাতে একা একা
বসিয়া থাকি তরু-তলা।

কাড়িয়া নিলে।

ভাঙিয়া হৃদয়-দ্বার কে তুমি এলে ?
হৃদয়ের গুপ্ত ঘরে প্রবেশিলে জোর ক'রে,
যেখানে পশেনি কেউ সেখানে গেলে,
কে তুমি মোহন বেশে সমুখে এলে ?
বৈশাখী সায়াহ্ন-বেলা ফুলের দোকান খোলা,
শীতল জ্যোছনা-খণ্ড পড়িছে গ'লে,
কে তুমি মোহন বেশে সমুখে এলে ?
বাহিরে বাজিছে ঢোল, চারি দিকে গণ্ডগোল,
তোমায় দেখিছে সবে জানালা খুলে,
কে তুমি মোহন বেশে সমুখে এলে ?
জীবন যৌবন মম কাড়িয়া নিলে !

স্বরগ কোথায় সখে ?

তব পাশে স্বর্গ ভাসে, তব গৃহ মধুপুর,
কোথা তুমি, প্রাণে মাখা অতি কাছে অতি দূর।
সংসারের বিষ-দাহে হৃদয় অসহ্য জ্বলে,
তাই হে ! জুড়া'তে আশা চরণ-পল্লব-তলে।
র'য়েছ হৃদয়ে ফুটি মধুর বসন্ত সম,
পরশে ফুটা'য়ে নিবে অযুত কুসুম কম।
মলয় বহিয়ে যায় স্বরগ-সুরভি ঢালি,
ভ্রমর ভ্রমরা গায় পূরবী রাগিণী তুলি।

শশীর শরীর-জ্যোতি জ্যোছনা রজত-ধারা,
কোমল কুসুমাসনে সারানিশি আছে পরা।
মানস-সরসে শত ফুটন্ত কুমুদ-ফুল,
প্রেমিকে আপনা দিতে পলকে আপনা ভুল।
হৃদয়ে ফুটিয়ে আছ অনন্ত-বসন্ত-সম,
দেখি সে মোহন বেশ পলকে দেবতা-ভ্রম!
যত দিন ও চরণ রাখিতে পারিব বুকে,
তত দিন গণিব না কোন সুখ কোন দুখে।
যথার্থ দেবতা তুমি এস হে! হৃদয়ে রাখি,
রাধা-কৃষ্ণ সম মিশি, কেন সেটা থাকে বাকি?
সত্য কি স্বরগ আছে? স্বরগ কোথায় সখে!
আমি ত স্বরগ দেখি ও পদ হৃদয়ে রেখে।
শুনেছি স্বরগে আছে দেব দেবী শশী তারা,
সামান্য দেবতা সম কভু কি হইবে তা'রা?
শুনেছি স্বরগপুরে নন্দন জাহ্নবী গায়,
হবে কি পবিত্র কভু তোমার প্রেমের প্রায়?
প্রাণের মন্দিরে তুলি ঢালিয়া নয়ন-বারি
যে সুখ, সে সুখে কত স্বরগ গড়িতে পারি!
কখন চাহি না আমি স্বরগ স্বপন-সম,
স্মৃতি-বিজড়িত হোক্ ও পদ মানসে মম।
সত্য কি স্বরগ আছে? স্বরগ কোথায় সখে!
আমি ত স্বরগ দেখি ও পদ হৃদয়ে রেখে।

সে ক'টী কথা।

১

হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা সে ক'টী কথা,
দেখি সেই ক্ষুদ্র দৃশ্য স্বপনে—জেগে,
স্পন্দিতা ভ্রমর-ভরে মাধবী-লতা,—
যখনি হাসিয়া ওঠে অরুণ-রাগে।

২

তখনি স্মরণ হয় ভোলা কি যাবে?
ভাবি তাই আনমনে দিবস নিশি,
প্রাণান্তেও পরমাত্মা সে গান গাবে,
আহা তা মধুর বড়—অমৃতরাশি!

প্রাণের কথা।

মধুর পরশ পেয়ে সুখে আছি ঘুমাইয়ে
তোমার বসন্ত-ফুল্ল-চরণ-পল্লবে;
চারি দিকে রাঙা ফুল, শ্যাম কিশলয়-কুল,
আর জাগিব না আমি বিষয়-বিভবে।
সুখের জীবন-ভোরে অলস ঘুমের ঘোরে
দেখিব মোহন বেশে মধুর স্বপন;
স্বরগের কুঞ্জবন, চির-শান্তি-নিকেতন,
স্বর্ণদীর স্বর্ণতীর কোকিল কূজন,
দেখিব সুখের ঘুমে মধুর স্বপন।

সে পদ সে সুধা-কান্তি, প্রত্যক্ষ জীবন-শান্তি,
এ প্রাণের মহাব্রত সে পদ-মনন;
বিষয়ের বিষজালে, অশান্তির কোলাহলে,
হইতে দিব না আর বিষাক্ত জীবন।
এ ভবে সে রাঙা পদ বসন্তের কোকনদ,
চির-মধুপূর্ণ তাহা—চির অফুরণ;
অঞ্জলি অঞ্জলি করি খাইব পিয়াসা পূরি,
সে আনন্দে চিরকাল র'ব জাগরণ।

জয় জয় দেবতা। *

মরুভূমে ফুল ফুটিল জয় জয় জয় দেবতা!
মরু-সম বাড়ী-মাঝে ছিল না কো তৃণ লতা;
মরু-ভূমে ফুল ফুটিল জয় জয় জয় দেবতা!
শচী, ভূপেন, জ্ঞান, গিরি, ঊষাবতী ফুল-কুঁড়ি,
খুকী দুটী কুসুম-লতা আধা আধা কথা কয়,
যখন ভাই বোনে মিলে কেঁদে ওঠে ক্ষুধা ব'লে,
তখন—তাদের নয়ন-নলিন-জলে মরুভূমে নদী বয়।
আবার যখন ভাই বোনে খেলে আঙ্গিনায় নেমে,
তখন—বায়ুভরে আন্দোলিত ফুল-সম দেখা যায়।

* ভ্রাতাদিগের পুত্র কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

আবার যখন বকুল-তলে সবে মিলে কুসুম তোলে,
লহর-তোলা হাসি হাসে মধু মেখে করে গান;
তখন যেন কক্ষ-চ্যুত চাঁদের মালা নিপতিত,
তারার শিশু-সম জ্বলে, দেখে নেচে ওঠে প্রাণ।
সকলেরি আধা আধা কচি মুখের মধুর কথা,
তাদের সেই মধুর খেলা মলয়ানিলে কুসুম দোলা,
দেখে যায় মনের মলা, রহে না কো মর্ম্মব্যথা;
মরুভূমে ফুল ফুটিল জয় জয় জয় দেবতা!

শ্বশ্রূমাতা।

মা! তুমি গিয়েছ কোথা স্বর্ণ-অমরায়,
ভুলে গিয়ে সুখ দুখ,
ভুলিয়ে পুত্রের মুখ,
মা! তুমি এমন করি রয়েছ কোথায়?
যত ক্লেশ যত দুখ,
বিমলিন শুভ্র বুক,
তত সুখ তত শান্তি লভ মা! তথায়।
দেখেছি আমরা সতি!
পূজিয়াছ তুমি নিতি
কালিকার পাদপদ্ম দূর্ব্বা-বিল্বদলে,
পেয়েছ কি শান্তি? কালী নিয়েছে কি কোলে?

তুমি মা ! অমর-পুরে,
আমি মা ! মরতে প'ড়ে,
মরতের ফুল ফল কি দিব তোমারে,
তবু মা ! মানস যায়—
দেই কিছু রাঙা পায়,
তাই পূজিলাম আজি অশ্রু-উপহারে।

অভিলাষ।

জগতে যত কিছু পবিত্র ধন পা'ব,
অনাথ পাপী জনে অমনি আনি' দিব।
ছেড়েছি আশা বাসা,—যশের তৃষা নাই,-
জগতে ঢালি প্রেম ফিরিব গান গাই'।
আপন প্রাণ দিয়ে অপর প্রাণগুলি
বিপদ-পথ হ'তে সরা'য়ে ল'ব তুলি।
ছোঁবে না পাপ মোর হৃদয়-মাঝখান,
র'বে না সুখ দুঃখ র'বে না অভিমান।
গিরির মত আমি অচল হ'য়ে র'ব,
ধরার মত আমি যতেক জ্বালা স'ব।
অসার মহী-মাঝে পাপের স্মৃতিগুলি
জ্ঞানের স্নিগ্ধ জলে সকলি দিব ফেলি।
চরিত্র-গত যত ঘৃণিত দোষ আছে,
দেখিব শীঘ্র তাহা অতীতে মিশে গেছে।

অজানা দেশ হ'তে প্রেমের উৎস আসি
ভাসা'বে মন মম, হাসিবে দশ দিশি।
আমিও প্রাণ ভরি প্রাণের প্রেম-সুধা
জগতে দিব দান,—মিটিবে ক্ষোভ-ক্ষুধা।
আমার বাস-গৃহ অনাথ-বাস-শালা,
পরের উপকার করিব জপমালা।
র'ব না গৃহে আর করেছি দৃঢ় পণ ;
ফিরিব দেশে দেশে, করিব অন্বেষণ—
কোথা বা দুঃখী নর করিছে হাহাকার,
কোথা বা জ্যোতিহীন গভীর অন্ধকার।
কেই বা অন্নহীন ক্ষুধাতে দুরবল,
কেই বা শোকে রোগে ফেলিছে আঁখি-জল
গিরির মত মম শরীরে হ'বে জোর,
ফুলের সম এই হৃদয় হ'বে মোর।
বাসনা তৃপ্ত করি ফুলের মধু দিয়া,
পরাণ-হীন জনে বাঁচা'ব আশ্বাসিয়া।
পাপীর কাণে কাণে হরির মধু নাম
হৃদয় খুলে দিয়ে বলিব অবিরাম।
আঁধার মুছে ফেলি আলোকরাশি আনি,
গভীর বনখানি করিব রাজধানী।
বুকের রক্তবিন্দু অপরে করি দান,
পরের দুঃখরাশি করিব অবসান।
হরির নামে নামে মাতা'ব মহীতল,
পাখীরা গা'বে তাই করিয়া কল কল।

ভ্রমর ফুলে ফুলে গাইয়া যা'বে কত,
সাগর কল-নাদে গাইবে মনোমত।
পবন শাখে শাখে গাইবে হরি-নাম,
নিঝর প্রেমভরে ঝরিবে অবিরাম।
কাননে চুপি চুপি কুসুম-বধূগণ,
নাচিবে হরি-নামে করিয়া প্রাণপণ।
কাঙাল বেশে বেশে ঘুরিব দ্বার দ্বার,—
ইহার সম সুখ কোথায় আছে আর ?
তোরা কি যা'বি কেহ আমার সাথে সাথে,
ছাড়িয়া গৃহধাম কানন-পথে-পথে ?
পাতকী দুঃখীদের করিতে দুঃখনাশ,
যা'বি কি তোরা কেহ ছাড়িয়া গৃহবাস ?
যেখানে যা'ব আমি সেখানে সুখ যত,
পাপিয়া গান গায়, পবন বয় কত !
কাননে কুঞ্জবনে ভ্রমর গান করে !
অমার কণ্ঠে শশী আঁধারে আলো করে !
কানন বায়ু-কোলে এলা'য়ে কেশ-দাম,
শিশির-স্নিগ্ধ-জলে ভাসিছে অবিরাম !
চাঁদিনী নদীতটে ঢালিয়ে রূপরাশ,
মধুর মুখে তার হাসি'ছে সুধা-হাস !
দিবসে হাসে ভাসে নক্ষত্র নীলিমায় !—
প্রাবৃট-মাঝে আসি কোকিল মধু গায় !
লহর ভেসে যায় জলের গা'য় গা'য়,
চাঁদিয়া চুমি চুমি সুবর্ণ ঢালে তায় !

তপন নীল জলে আলোক ঢালে যত,
সাগর কূলে কূলে হরষে ভাসে তত !
যেখানে যা'ব আমি সেখানে কত সুখ !
আঁধারে ভয় নাই, দুঃখীর নাই দুখ।
এমন সুখময় জনম নাই আর,
করিব প্রাণভরি পরের উপকার।
ভ্রমিয়া ক্লান্ত যদি ক্ষণেক হবে প্রাণ,
কুসুম-আস্তরণে রেণুর উপাধান
দেখিব আছে প'ড়ে কতই আশে পাশে,
ঘুমাব তথনই অধীর হ'য়ে এসে।
আমার মধুমাখা কপোল ধরি ধরি,
স্বরগ-বালাগণ চুমিবে ধীরি ধীরি !
ফুলের মালা গাঁথি প্রবাল তায় দিবে,
আমার গলে দিয়ে বিরলে ব'লে যা'বে—
"চলেছ বেশ দেশে ফির না কভু আর,
পরাণ ভরি কর পরের উপকার।
ভবের ধন-জন সকলি দুঃখময় !
জীবন-পথে আসি সাথী কি কেহ হয় ?
প্রাণের প্রিয়জন যখন চলি যায়,
তোমার মুখ পানে কেহ কি ফিরে চায় ?
সংসারে যত দেখ সকলি মায়া-পাশ,
মায়াতে বন্দী হ'তে ক'র না কভু আশ।"
আমিও সেই স্বরে আধেক আঁখি মেলি
বলিব তা'র কাছে সোহাগে গলি গলি—

"প্রার্থনা এই মম তোমার পাদ-মূলে,
করুণা-কণা-দানে আমারে লহ কোলে।
সবার অভিলাষ পূরণ কর তুমি,
তোমার পদতল চুমিয়া র'ব আমি।"
করিতে চিরকাল পরের উপকার,
স্বপনে ঘুম-ঘোরে শুনিব বার বার—
"চলেছ বেশ দেশে ফির না কভু আর,
পরাণ ভরি কর পরের উপকার!"

বিনোদিনী।

কাহে লো বালা! নেহার এ বদনে
দগধি আঁখি-ঠারে নিবাসি বন-কুটীরে
অতি নিশবদে গোপনে গোপনে
মরম-তলে লো! সদা দগধয়,
নেত্রে নেত্র অরপয়ি, সো পিয় কোথা সই!
ভাবি শিথিল মনোবৃত্তি-নিচয়।
দেশ দেশ ভরমিয়া সে যে পায় কি অমিয়া
দগধি এ পোড়া মরম-তল লো!
মন নিয়ে মনচোর দিয়ে গেল আঁখি-লোর
যদি সই! চাহ মোরে থেক না এ বন-ঘরে
আজিকে সে মথুরা-ধামে চল লো!

সংবাদ।

সাঁঝের বেলা,
আসিবে সে যে,
সই লো! রেখো মালা গেঁথে,
এই দেখ না
দিয়েছে লিখে,
আঁখি-জলে কদম-পাতে,
তোর কথাতে
দেখিতে গেনু,
দেখি গিয়ে কদম-তলা,
আঁখি-কোণে
অশ্রু-কণা,
ম্লান বদনে চিকণ কালা।
আঁধার হ'লে
আসিবে সে যে
ফুলের মালা গেঁথে রেখো;
চুল বাঁধিয়ে,
ফুল পরিয়ে,
গুপ্তপথে বসে থেকো।

আমার খোকা ও খুকী।

আমার দুইটী খোকা বিনয়, মুকুল ;
বিনয় স্কুলে পড়ে, ফুটবল খেলা করে
মুকুল কোলের শিশু স্বরগের ফুল।
কোমল-কুসুমময়ী নিরমল শুচি,
আমার দুইটী খুকী সুনীতি, সুরুচি।
উভয়েরি ওষ্ঠ লাল, কোমল গোলাপি গাল
দু'জনে পড়িতে যায় এলাইয়া চুল,
দুই বোন দুই ভাই, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই
হেরিয়া উথলে মম আনন্দ অতুল।

বিরহিণী।

১

আঁচল ভূতলে লোটে, এলো কেশে ফুলমালা,
বিঘোর তামসী রাতি,
আঁধার যমুনা কাঁতি,
ক্ষীণ তনু-লতা-চারু কে রমণী তরু-তলা ?

২

লুকানো মরম-ব্যথা ভাঙিয়া কহিবে কারে ?
গিয়েছে দীরঘ দিন,
ভাবি ভাবি তনু ক্ষীণ,
অনুরাগে বদ্ধ আশা, এখনো ছাড়িতে নারে।

৩

যা দি'ছিল সব নিয়ে নিরাশা সঁপিয়া গেল,
দিন যায় মিছে শুধু,
আসে না সে প্রাণবঁধু,
কেন এ ঝরয় সদা মুগধ নয়ন ভেল !

(শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারীর ছিন্ন মুকুল।)

হিরণকুমার।

ধীরে ধীরে ওই পথে যাও গো হিরণ !
যে পথে গিয়েছে তব প্রিয় প্রণয়িনী ;
যেখানে বেসেছে ভাল প্রাণের প্রতিমা,
সেই খানে ঘুমাইয়া রহ চিরকাল।
আসিছে প্রমোদ ওই সান্ত্বনার তরে,
আর কি জুড়াবে ওতে তাপিত পরাণ ?
সোণার কনকলতা ছিঁড়ি ঝঞ্ঝাবাতে
উড়াইয়া নিয়ে গেছে দেবতার দেশে।
নিষ্ঠুর-সংসার-ক্লিষ্ট বদনমণ্ডলে
ফুটিয়াছে হাসি তার এত দিন পরে।
যাও তবে পরিহরি এ পাপ সংসার,
পাইবে কনকলতা নন্দন-কাননে।
স্বরগের শ্বেত পুষ্প কনক তোমার,
তাহারে মানবী ভাবা তোমাদেরি ভুল।

হিরণ কনকপতি সুধীর সুবোধ!
ক্ষিপ্তপ্রায় সংসারের কঠোর শাসনে।
দীর্ঘ পরমায়ু তব এ নব বয়সে
অণু পরমাণু হয়ে মিশিল জগতে।
সরসীর উপকূলে অন্তিম শয্যায়
গড়িয়া কল্পনা-বলে সোণার কনক
অবিরল প্রেম সুধা করিছ বর্ষণ।
দূর হ রে! ভস্ম হ'রে নিঠুর সংসার!
উপেক্ষি তোমারে ওই চলিল হিরণ—
অনন্ত আনন্দ-ধামে যেথানে কনক।
বিছাইয়া মন্দারের শুভ্র কচি দল,
চির-গন্ধময় ফুল পরিয়া গলায়,
দুইটী বিভিন্ন প্রাণ র'বে ঘুমাইয়া,
ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইবে কোকিল,
বসন্ত মলয় যাবে আবেশে চুমিয়া।
নাচিয়া অপ্সরাদল কহিবে সুস্বরে—
চির সুখে থাক হেথা কনক হিরণ!
হেথায় প্রমোদ নাই যামিনীও নাই,
আসিবে না মুখভার করিয়া এস্থলে—
নীরজা চঞ্চলমনা নারী গরবিণী।
হিরণ নদীর তীরে মরণ-সময়
ঢালিয়াছে যে সকল নয়নের জল,
এখন তাহাই বুঝি কুসুমের মালা!
কাতরে নয়ন-নীর মুছিতে মুছিতে

বলেছ যে কথাগুলি, তাহাই হেথায়
ফুলের সুবাস হ'য়ে বহে চারিদিকে।
হিরণ! তোমার সেই শেষ কথাগুলি
স্মরিলে পাযাণ প্রাণ যায় বিদরিয়া—
"ছুঁওনা প্রমোদ! মোরে তুলিও না আর,
যেখানে পড়িয়া আছি সেখানেই থাকি,
যেখানে শুনেছি আমি কনক আমার,
সেইখানে যাক্ প্রাণ তাহাতেও সুখ।"
হিরণ! কনকপতি সুধীর সুবোধ!
বাঁচাইতে তুলে নিতে সে ছিন্ন মুকুল
যাও তবে স্বর্গধামে যেখানে কনক।

অনুকম্পা।

ওগো দয়া কর!
এল মেল কেশ বাস, অধরে নাহিক হাস,
রোগে শোকে জ্বলিতেছে তাপিত অন্তর,
সবে মোরে দয়া কর!
শরীরে লেগেছে কাদা, রক্ত-শূন্য মুখ সাদা,
ক্ষুধায় অগ্নির সম পুড়িছে উদর,
দয়া কর! দয়া কর!

শত ছিন্ন বাস পরা, হয়েছি জীয়ন্তে মরা,
দারুণ মাঘের শীতে কাঁপি থর থর,
দয়া কর! দয়া কর!
গৃহ নাই চোখ্ কাণা, ঘরে নাই এক দানা,
বিষম বার্দ্ধক্য-রোগে জীর্ণ কলেবর,
দয়া কর! দয়া কর!
দারুণ দারিদ্র্য-দোষে এসেছি তোমার পাশে,
যা থাকে খাবার দাও প্রসারিয়া কর,
আহা! দয়া কর! দয়া কর!
পিতা মাতা ভাই বোন, ছিল আপনার জন,
আজি ভাগ্য-দোষে মোর সবে পর পর,
তোরা মোরে দয়া কর!
পিধনে মলিন বাস, মাথে চুল এক রাশ,
গায়ে আবরণ নাই—রাত্রি দ্বিপ্রহর,
দয়া কর! দয়া কর!
পিতা-মাতা-ভাই-হারা, জীয়ন্তে মৃতের পারা,
কাঙাল দুয়ারে পড়ি ডাকে নিরন্তর,
দয়া কর! দয়া কর!
ঊষাকালে এ অভাগা লাঠি হাতে মাজা বাঁকা,
বাহির হয়েছে, এবে রাত্রি দ্বিপ্রহর;
করঙ্ক লইয়া করে সকলের ঘরে ঘরে
ফিরিলাম সবে বলে—সর সর সর।
সাত ছেলে দুই মেয়ে কবরে রয়েছে শুয়ে,
সেই যে শ্মশান-ভূমি চক্ষের উপর;

সে সমাধি—সে শ্মশান, শুধু এ অন্ধের প্রাণ,
আসিয়াছি তবাশ্রয়ে দীনে দয়া কর !
যা আছে তা দাও খেতে, অন্ধে কিছু দাও শুতে,
আমারে আপনা কর ভুলি পরাপর ;
প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, ডাকি গো ! প্রাণের দায়,
ঐ যে শুনিতে পাই হাসির লহর—
দ্বিতল দালান হ'তে আসিছে বাহির পথে,
মার কেন ? দ্বারবান্ ! আমি অন্ধ নর,
ওগো দয়া কর !
চোর নই দস্যু নই, শপথ করিয়া কই,
এই দেখ কাঁপিতেছে ক্ষুধায় উদর,
দয়া কর ! দয়া কর !
সারাদিন খাই নাই, তাই আসিয়াছি ভাই !
হাতাড়িয়া অতি কষ্টে হ'য়ে অগ্রসর,
দয়া কর ! দয়া কর !
তুমি ত খেয়েছ ভাই ! খেয়ে দেয়ে তোল হাই,
অন্যে অন্ন দিতে কেন এতই কাতর ?
এ অনন্ত বিশ্ব মাঝে আমার কি কেহ আছে,
এ নিশীথে অন্ধ জনে প্রসারিবে কর ?
অথবা এ বসুন্ধরা কেবলি আঁধারে ভরা,
যত জীবদল সব নীরেট পাথর।
না-না-না-না মিথ্যা কথা, এ বিশ্বের রচয়িতা
রয়েছেন, তিনি অতি দয়ার সাগর ;

তাঁর প্রেমে অবিরল ভাসিছে অবনীতল,
সে স্নেহে কি বাঁচিবে না এই অন্ধ নর ?
একজন মহারাণী শুনি সে কাতর বাণী
রজত-থালায় অন্ন করি ভরপূর,
সঙ্গে এক দাসী লয়ে বাহির হইল ধেয়ে
যেখানে কাঙাল আছে অতি দূর-দূর।
মধুস্বরে আশ্বাসিয়া অন্ধে দিল খাওয়াইয়া,
খাওয়াইল কত মণ্ডা ক্ষীর ননী সর ;
অঙ্গে আবরণ দিল, হিতাহিত জিজ্ঞাসিল,
বহিল অন্ধের নেত্রে আনন্দ-শীকর।
উদরেতে অন্ন গেল, শরীরে সামর্থ্য হ'ল,
ভাবিল—এ ঈশ্বরের প্রেরিতা রমণী—
কহিল—"কে প্রাণ দিলি ? আয় ! দে মা ! পদধূলি,
ধনীর কুমারী তুই আরো হ মা ! ধনী।"
ধরিয়া অন্ধের হাত কহিল—এস হে তাত !
রাজার ঘরের আমি প্রধানা মহিষী ;
ত্রিতল-গবাক্ষ দিয়ে থাকি পথে তাকাইয়ে,
কাঙাল গরিব আমি বড় ভালবাসি।
তদবধি রাজমাতা অন্ধের হইল ত্রাতা,
নিজ ব্যয়ে করি এক মন্দির স্থাপন,
টাকা কড়ি লোক জন, কত দিল অগণন,
স্বচ্ছন্দে করিল অন্ধ জীবন যাপন।

মহাপ্রাণ।

কোন সুখ নাই মম ঘর সংসারে—
হাসির লহর তুলি
প্রাণের সন্তান গুলি
যদিও আনন্দ ঢালে সহস্র ধারে,
তবুও নাহিক সুখ ঘর সংসারে।

যদিও স্বামীর মুখ—
জগতে দুর্লভ সুখ,
হেরিতেছি দিবানিশি নয়ন ভ'রে,
তথাপি নাহিক সুখ ঘর সংসারে।

যদিও আমরা নারী,
তবুও রহিতে নারি,
অবরোধে বদ্ধ প্রাণ কেমন করে!
চাহি না আপন স্বার্থ,
সাধিবারে পরমার্থ,
বেড়াব জগতে হ'য়ে আপন-হারা;
পাপ তাপ হিংসা দ্বেষ
জরা মৃত্যু চিন্তা ক্লেশ—
কেবলি কেবলি এই সংসার-ভরা!
মায়া-যক্ষী শত মুখে
গ্রাসিতে আসিছে লোকে,
অনন্ত-সংসার-ভরা কেবলি মড়া!

কেহ মরে শোকে তাপে,
কেহ মরে মহাপাপে,
সারি সারি কত শব শ্মশান-ভরা,
উচিত কি—উচিত কি জীয়স্তে মরা !

এ পাপ সংসার হ'তে
বাহিরিব কোনমতে,
কি হবে আত্মীয়গণ কাঁদিবে তারা ?

কিন্তু নরকের ধারে
কাঁদিয়া ডাকিব যারে,
কেহ কি সে অন্ধকারে হইবে খাড়া ?

এই ভগ্ন প্রাণ নিয়ে—
সংসারে বিদায় দিয়ে
উন্মত্ত উদাসী হ'ব সংসার-ছাড়া,

তাঁর নামে ছুটে যাব,
তাঁর প্রেমে ঝাঁপ দিব,
চিরকাল আমি যার চরণে পড়া।

এই অতি ক্ষুদ্র প্রাণ
তাঁরেই করিব দান,
র'ব না র'ব না আর জীবনে মরা।
কেন বা রহিব আর ঘরের কোণে ?

ধর্ম্ম-অসি হাতে করি
সাহস-সাঁজোয়া পরি
ডাকিব প্রাণের বলি জগত-জনে।

যেখানে অন্নের তরে
ক্ষুধিত কাঁদিয়া মরে,
আহার যোগাতে যাব তাদের কাছে ;
যেখানে দেখিব চেয়ে
খেলে সবে পাপ নিয়ে,
পাপের কুহেলি প্রাণে ছাইয়া গেছে—
অমনি ব্যাকুল হ'য়ে যাইব ধেয়ে ;
ইষ্ট নাম হৃদে স্মরি,
আদর যতন করি,
গলিত জঘন্য আত্মা লইব ধুয়ে।
যেখানে রোগীরা সব
করে হাহাকার রব,
চাহে না ভুলিয়া কেহ তাদের পানে ;
সাহস সম্বল নিয়ে
সেখানে মিশিব গিয়ে,
বাঁচাব সহস্র প্রাণ ঔষধ-দানে।
যেখানে কাতর নর
রোগে শোকে জর জর,
কেহ নাই এ সংসারে শুশ্রূষা করে ;
প্রবেশিব সেই স্থলে,
আতুরে লইব কোলে,
করিব শুশ্রূষা সেবা পরাণ-ভ'রে।
ছেলে মেয়ে কোলে ক'রে
রয়েছি প্রাসাদ-পরে

আমার দুয়ারে পড়ি দরিদ্র কাঁদে,
আমি কি সাজিব বসি মোহন ছাঁদে ?
অষ্টাঙ্গ ভূষিত করি
সোণার গহনা পরি
গোলাপ গুঁজিয়া দেই চুলের গোছে ;
করি গহনা গহনা
স্বামীরে কত তাড়না !
এ কলঙ্ক আমাদের যাবে কি মুছে ?
বাদ বিসম্বাদ ভুলে
এস লো ! সকলে মিলে,
কলঙ্কের দাগ মুছি বাহির হ'ব ;
বিলাস-বাসনা-ভালে
দিব লো ! আগুণ জ্বেলে,
সাধিলেও এ কলঙ্ক আর না ছোঁব।
আমার আমার করি
চিরদিন ঘুরে মরি,
তবু মিটিল না আত্ম-সুখের বাসনা ;
এই কি কর্ত্তব্য কাজ ?
ছি ছি মরি ! পাই লাজ !
পরহিত-ব্রত কবে করিব সাধনা ?
ত্যজি অমূলক লাজ,
চেষ্টা করে দেখি আজ,
সাধিতে পরের কাজ পারি না পারি ;

কোনো অসম্ভব কাজ
নাহি এ জগত-মাঝ,
সঙ্কল্প করিলে যাহা সাধিতে নারি।
এ ক্ষুদ্র পরাণখানি
সংযমনে বেঁধে আনি
মহাজগতের তরে উৎসর্গ করি,
সাধি জগতের কাজ পরাণ ভরি।

(স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর।)

দৌলত উন্নেসা অথবা দলনী বিবি।

ফুটিল তারকারাজি ফুটিল কুসুম,
সরস বসন্তানিলে শারদী সন্ধ্যায়,
শিশিরাক্ত তারাপুঞ্জ অর্দ্ধ-ফোটা ফুল
প্রকৃতির লীলা-গৃহে, প্রকৃতির বুঝি
গত জীবনের এই পুণ্য পুরস্কার।
মনোহর চারু দৃশ্য উজ্জ্বল নির্ম্মল
সন্ধ্যার। ঢাকিল মুখ-কমল আঁচলে
সায়াহ্ন-শিশিরে কাঁদি। হাসিল হরষে
সন্ধ্যার ললাট চুমি বন-যূঁই বনে।
নীরব কোকিল-কণ্ঠ, নীরব সারিকা,

নীরব পাপিয়া শুক কপোত সকল,
প্রভাত-প্রণয়ী এরা কেন না লুকাবে
সন্ধ্যার আঁধারে আজ, তারার আলোকে
পরিতৃপ্ত নহে এরা। সুখ-উৎসে ভাসি
লো সন্ধ্যা-বালিকা! কেন ছড়াইছ ফুল—
মহার্হ রতন তব পাপ ধরাতলে,
কেন বা ঢালিছ এত মহী-মরুভূমে
প্রেম-অশ্রু-ধারা তব, বল না আমায়?
উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে সন্ধ্যার আঁধারে
ফুল্ল-ফুল-বিনিন্দিতা একটী রমণী
করতলে কপোল রাখিয়া নত মুখে
স্মরিছে অতীত কথা, চিন্তা-ভুজঙ্গিনী
দুর্ব্বলিছে শ্লথ বুক দারুণ আহবে।
ঊষার অঞ্চলে যথা মলিন চন্দ্রমা,
প্রফুল্ল পঙ্কজ যথা মরু সাহারায়,
তেমনি পুড়িয়ে বামা চিন্তার আগুনে
ছুটিয়ে চলেছে ঘোর বিপদ-বাত্যায়।
কে তুমি সায়াহ্নকালে মুক্ত কেশ বাস
ভাসিতেছ মুহুর্মুহু নয়ন-আসারে?
অশোক-কাননে যথা জানকা রূপসী
ফেলেছিল অশ্রুজল আকুল পরাণে।
তুমি কি নবাব-পত্নী তুমি কি বেগম—
দৌলত উন্নেসা—মীরকাসেমের ধন—
ললনা-ললাম সর্ব্ব-গুণ-অলঙ্কৃতা?

কোথায় বেগম ! তব স্বর্ণ-সিংহাসন ?
দাসীবৃন্দ ? প্রিয়সহচরী কুলসম ?
বিধির বাসনা প্রাক্তনের ফলাফল
সর্ব্বদা ঘুরিছে কাল-নেমি অন্তরীক্ষে,
কে ফিরাবে বিপরীত পথে ? কার সাধ্য
কে রোধিবে এই চক্র ? তাই এ দুর্দ্দশা
তব আজ। দৌলত উন্নেসা রাজরাণি !
ভৃত্য মহম্মদ তকি তাহার পীড়নে
কাঁপিতেছ মুহুর্মুহু এ ঘোর বিদেশে।
প্রত্যাখ্যান অপমান অদৃষ্ট লাঞ্ছিত,
ভারতের রূপ-রত্ন সহে কি হৃদয়ে
ইহা ? হা মূঢ় বিধাতঃ ! কে বলে বিচার-
পতি তুমি এ জগতে ? কহ তা আমারে।
মহাত্মার কর-চ্যুত শুভ্র পুষ্পরাজি
প্রতিকূল স্রোতোবেগে ভাসিয়া ভাসিয়া
পরিশেষে উপনীত অকূল অর্ণবে।
যদিও দলিত হায় ! এ হেন কমল,
তথাপি ধর্ম্মের জ্যোতি উজলে তাহায়।
"কেন রে পরাণ"—হায় ! ভাবিছে ললনা-
"কেন রে পরাণ ! এত কাঁপিস্ সঘনে ?
জ্বলিছে অমৃত-দীপ আকাশে চন্দ্রমা,
কাননে কুসুম-শয্যা, সাগরে সলিল,
অপূর্ব্ব ব্যজন হস্তে করিছে বীজন
পবন আপনি। প্রকৃতির প্রতিকৃতি

একেই মধুর, তাহাতে চাঁদিনী-শোভা!
মধুরে মধুর দৃশ্য হেরিয়া কি তোর
জুড়ায় না দগ্ধ প্রাণ? কেন বা জুড়াবে?
বলিতে লাগিল বামা মধুর ঝঙ্কারে—
"অসূর্য্যম্পশ্যা সে অন্তঃপুরবিচারিণী
আমি। নবাবের প্রিয়তমা সন্ধ্যা-তারা-
সম প্রাণেশের হৃদি-পটে রহিতাম
ফুটি। শারদ প্রফুল্ল চারু কুবলয় প্রায়
নাচিতাম হৃদীশের হৃদয়-মৃণালে।
কি পাপে এ দশা মম? কেমনে সহিব
এ যন্ত্রণা আর আমি? কত দিনে হায়!
হেরিব সে প্রেম-মুখ, অথবা কি আর
এ জীবনে ঘটিবে না সে সুখ আমার?
হারায়েছি প্রেম-রবি প্রভাত-সময়ে,
অভাগিনী আমি আর পাইব কি তায়?
হায়! কি বলিব? ক্ষুদ্র পতঙ্গ যেমতি
ভুলিয়া আপন-পর করি' আলিঙ্গন
জ্বলন্ত পাবকে মরে সশরীরে পুড়ি,
আমিও তেমনি আত্ম-বিস্মৃতার প্রায়
ভ্রাতা জ্ঞানে আলিঙ্গিয়া প্রলয়-অর্ণবে
ডুবিনু অতল জলে হারাইনু কূল।
হায় রে! কালের গতি! গোধিকা-বিবরে
বদ্ধ কেশরিণী-শ্রেষ্ঠ লূতা-তন্তু-জালে।
হায়! এ সময়ে কোথা তুই লো সন্তলি!—

কুলসম ! কি পাপে লো ! হারাইনু আজ
তোর স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠ ?" ঝরিল বামার
প্রকৃতির শিশিরাশ্রু সম আঁখি-জল।
কাঁদি আরম্ভিল পুন দুঃখের কাহিনী—
"হায় রে ! দিবস নিশি নয়নের জলে
সৃজিতেছি যার লাগি ক্ষুদ্র পারাবার,
সে কি রে ! আমার তরে ভ্রমেও কখন
করে বিন্দু অশ্রুপাত শূন্য অন্তঃপুরে ?
নিকটস্থ শত্রু-বারি-সমর-প্লাবনে
অচিরে ভাসিবে দেশ-জয়-পরাজয়"—
বলিতে ঝরিল অশ্রু বামার নয়নে,
নিশ্বাসে চিকুরগুচ্ছ উঠিল কাঁপিয়া,
নিজের অজ্ঞাতে বাণী ঝরিল অধরে—
"এই বুঝি প্রাণেশের গণনার ফল।
যাক্ রাজ্য ধন যাক্ দুঃখিনীর প্রাণ,
প্রাণের দেবতা মম থাক্ নিরাপদে—
এই ভিক্ষা দুঃখিনীর বিধাতার পায়।
দলনী দাসীর দাসী মীরকাসেমের,
হেন দাসী কত শত এখন তাঁহার
সেবিছে চরণযুগ। প্রাণ-বিনিময়ে
বাঁচাইতে পারি যদি সে শিরোরতন,
তাহাই প্রার্থনা মম ধাতার চরণে।
অতীত কালের মম"—উত্তরিল বামা—
"অতীত কালের মম সুখ অভিনয়

শেষ এবে, যবনিকা হয়েছে পতন,
ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রাণ বিদরিয়া যায়
স্মরিতে পতির মুখ, হায় রে অভাগী—
দলনী বেগম ! তুই কেমনে সহিবি
নিদারুণ প্রত্যাখ্যান বিরহ বিষম ?”
নিরবিল নারীশ্রেষ্ঠ, সন্ধ্যার কিরণে
মিশিল সে কল ধ্বনি। ঝরিল নয়ন,
সে অশ্রু শোভিল যথা ফুলদল-গত
নীহার-বারিকণা অথবা স্বর্ণ ফল।
এমন সময়ে তথা মহম্মদ তকি
বিষম মন্তব্য লয়ে আসি দাঁড়াইল।
দুঃখের সময়ে তথা নেহারি দলনী
মহম্মদ যবনের ঘৃণিত বদন,
সম্বরিল কেশপাশ, কাঁদিল নীরবে,
আননে অঞ্চল দিয়ে বসি অধোমুখে।
আবরিল মেঘখণ্ড চারু শশধর।
ভরিল গোধূলি-রেখা ফুল্ল কুবলয়ে,
আহা কি মধুর দৃশ্য ! সুন্দরী-জগতে
দুর্লভ, সাধ্বীর দলে দুষ্প্রাপ্য সতত।
উঠিল বামার কণ্ঠে করুণ কল্লোল,
কাঁদিল দলনী, সন্ধ্যা-বালিকা যেমতি
কাঁদে নিশাকালে ভালে হানিয়া ভূষণ,
সেই রক্তবিন্দু সব তারকা-নিকর ;
ইচ্ছে না সে পুণ্যবতী আসিতে মহীতে।

তেমনি এ যবনের ঘৃণিত ভবনে
ইচ্ছে কি থাকিতে ক্ষণ বিদুষী ললনা ?
কাঁদিল দলনী ভালে আঘাতি কঙ্কণ,
রক্তবিন্দু রক্তোৎপল সমান শোভিল।
স্বেদ-জলে ধৌত রক্ত রঞ্জিল অধর,
ভূতলে অতুল ছবি—প্রভাত-উৎপলে
বালার্ক-কিরণ, মধুরে মধুর শোভা!
সুন্দর স্বরগ-চ্যুত শারদ জ্যোছনা-
খণ্ড। দৌলত উন্নেসা অনির্ব্বচনীয়-
কান্তি! সে সুভুজ-বল্লী কোমল নির্ম্মল,
গোলাপ-গঞ্জিত গণ্ড, রক্ত ওষ্ঠাধর,
পূত বক্ষঃস্থল, শান্তিময় বাক্য-সুধা।
চারু রক্ত কোকনদ-পূত পা-দুখানি,
লইতে এরূপ-রত্ন বিষাক্ত হৃদয়ে
মত্ত মহম্মদ তকি; হা করম-ফল!
বাঁধুলির দল বাস ইচ্ছে কাকোদরে।
এই চিত্তদ্রবী চিত্র হেরি মহম্মদ
দ্রবিল না, মন প্রাণ নিরেট, লম্পট!
রে বর্ব্বর! মিটাইতে প্রণয়-পিপাসা
সত্ত হলাহল-পুর্ণ ভুজঙ্গ-বিবরে
পেলি না কি স্থান? ক্ষুদ্র কামুক যবন!
হাসিয়া ঘৃণিত হাসি কহিল তখন
মহম্মদ বিস্তারিয়া নিজ গুণাবলী—
"শুন সাধ্বি! পতিব্রতা! আজ্ঞা নবাবের—

বিষপানে বিনাশিতে অমূল্য জীবন
তব স্বামীর আদেশ। অতএব আর—
কি আপত্তি আছে তব ভজিতে আমারে।”
শুনি যবনের মুখে ঘৃণিত বচন
কাঁপিয়া উঠিল ক্রোধে ক্ষীণাঙ্গী ললনা,
বিদ্যুল্লতা কাঁপে যথা ধাঁদিয়া জগত,
বায়ু-ক্ষিপ্ত-পদ্ম-নেত্রা সরসী যেমতি
গর্জ্জিয়া উথলি উঠে মহা আড়ম্বরে,
সক্রোধে সদর্পে নারী করিয়া গর্জ্জন
করিলেক পদাঘাত পাতকীর শিরে।
হাসিয়া বলিল পুন উন্মাদিনী যথা—
“কৈ বিষ? দাসী আমি প্রভু আজ্ঞা কেন না
মানিব? দুর্ব্বল নহে এ দাসী তাঁহার
প্রসাদে। অথবা তোদের মত নেমক-
হারাম নহে এ কিঙ্করী তাঁর, দেখিবি—
এখনি ভক্ষিব বিষ মনের উল্লাসে।
কোথা বিষভাণ্ড তোর?” দানবদলনী
মূর্ত্তি দেখি দলনীর ধীরে ধীরে ধীরে
অতি দূরে করিল প্রয়াণ প্রবঞ্চক।
মুছিয়া আঁখির বারি দলনী দুঃখিনী
কহিল করুণ স্বরে দাসীরে আহ্বানি—
“এই লও দাসি! মম অঙ্গ-অলঙ্কার,
আনো সদ্য হলাহল নিবার এ তৃষা।”
কি করিলি হতভাগী সৈরিন্ধ্রি! পাপিনি!

সত্যই কি দিলি আনি সত্ত মহাবিষ।
বসিয়া ভূতলাসনে করি যোগাসন
হস্তে বিষপাত্র, নেত্র অনন্ত আকাশে,
স্বামি-ধ্যানে মগ্ন, যথা প্রভাত-পঙ্কজ।
মরি কি বিচিত্র একি নন্দনকানন !
একি স্বরগের শোভা ! অনিন্দিত ছবি
বুঝি স্থান-অপভ্রষ্ট শুভ্র অংশুমালা !
হেন জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আরাধ্য জগতে।
বলিল দলনী বিবি বিষাদ-উল্লাসে—
"চলিলাম আমি নাথ ! পাপ ভবার্ণবে
সতত আপনি তুমি হবে সাবধান" ;
আত্মস্থিত পরমাত্মা অনিন্দ্য সুন্দর
প্রণমি মানসে। নমি মাতৃ-পদাম্বুজে
মীরকাসেমের মুখ ভাবিতে ভাবিতে
আবেশে দলনী বিবি মুদিল নয়ন,
নবাবের প্রেম-দীপ হ'ল নির্ব্বাপিত,
ঘুমালো আঁধার বনে সরস কুসুম।

[স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ।]

কুন্দ।

১

কুন্দ ! কুন্দ ! কেন তুমি এমন হইলে ?
স্বর্গের দেবতা প্রিয় স্বামি-ধনে ভুলি
মর্ত্ত্যের মানবে এক হৃদয় সঁপিলে !
জান না এ জড় বিশ্বে ক্ষণিক সকলি ?

২

কোথা কুন্দ ! কোথা তব ব্রহ্মচর্য্য-সাজ ?
সুবর্ণ-মালিকা কেন বিধবার গলে ?
বিধবার নব প্রেম ছি ছি মরি লাজ !
পবিত্র অতীত কথা গিয়েছ কি ভুলে ?

৩

তারাচরণের পত্নী নগেন্দ্রের দাসী—
বঙ্গ-বিধবার বিয়ে সরমের কথা ;
ঢালিলি রমণী-কুলে কি কলঙ্করাশি !
করিলি কণ্টকাকীর্ণ স্বর্ণ-কল্প-লতা।

৪

প্রাণের দেবতা তব পুরুষ অপর,
তোমার দেবতা 'তারা' অক্ষয় উজ্জ্বল—
মহাতীর্থে রয়েছেন হইয়া অমর,
দেখিছেন লীলা তব প্রত্যক্ষে সকল।

সূর্য্যমুখী-বাক্য-বাণে অভিমানী-লতা
যদি বা নুইয়াছিলে, কেন বা আবার
উঠিলে সাহসভরে কহিবারে কথা,
ঢালিতে বঙ্গের অঙ্গে তীব্র ব্যভিচার ?

৬

মরিতে নামিয়া ধীরে সরসী-সোপানে
আবার পশ্চাৎপদ হইয়া আসিলে !
কি ভয় মরিতে কুন্দ ! বিধবা-জীবনে
নাশিতে সতীত্ব-রত্ন সাধিয়া বাঁচিলে ?

৭

বিধবার চির-সাধ একাদশী-ব্রত,
পবিত্রের পুণ্য তীর্থ বিধবা-হৃদয়,
সে ব্রত পালনে কুন্দ ! রয়েছ বিরত,
গড়িয়া সোণার স্বর্গে সহস্র নিরয়।

৮

কুন্দ ! কুন্দ ! কেন তুমি এমন হইলে ?
সে দিন যাঁহারে লয়ে করিয়াছ ঘর,
দু'দিনে তাহারে বল ! কেমনে ভুলিলে ?
হৃদয়ে লইলে তুলি পুরুষ অপর।

কহিবে—আছিল পতি নির্গুণ নির্ধন,
এই তার অপরাধ—এই রোষ ক্ষোভ

এত দিনে একে একে করিব পূরণ,
জানি না ইহাই;পুণ্য কিংবা পাপ-লোভ

১০

তবে আর কি বলিব ? এ কথা উত্তম,
একবার এস কাছে বঙ্গ-বিধবার,
এক চোটে শিখাইবে সরম ভরম,
পিঠের পুরাণো ছাল তুলিয়া তোমার।

১১

যখন হইল তব শুভ পরিণয়,
ত্রয়োদশ বৎসরের আছিলে তখন,
তখন হ'ছিল দিব্য জ্ঞানের উদয়,
বিবাহে সম্মতি কেন দি'ছিলে তখন ?

১২

কহিবে—পূর্ব্বেই ভাল বাসিয়াছি আমি
নগেন্দ্রের এই শান্ত মোহন মূরতি,
অতএব নগেন্দ্রই হবে মম স্বামী,
মাঝখানে একজন কেন হ'ল পতি ?

১৩

কেন তবে এত বিষ ঢালিলি ধরায় ?
কলঙ্কিনি ! কলঙ্কিনি ! চপলা রমণি !
তখনি কাতরে পড়ি নগেন্দ্রের পায়
কেন না কহিয়াছিলি প্রাণের কাহিনী ?

১৪

নাই বা হইল, তাহা যখন বুঝিলি—
পাপের অঙ্কুর এই হয়েছে হৃদয়ে,
তখনই বিষ-বড়ি কেন না খাইলি ?
সেই ত অভাগি ! বিষ খাইলি চাহিয়ে।

১৫

সূর্য্যমুখী ভাল ঠাঁই দি'ছিল তোমায়,
আশু সর্ব্বনাশ তুমি করিলে তাহারি,
ধন্য কুন্দনন্দিনীর স্নেহ মমতায় !
ধন্য কুন্দনন্দিনীর লাজ ! বলিহারি !

১৬

সূর্য্যমুখী স্থান যদি না দিত তোমারে,
দেবেন্দ্রের অত্যাচারে পুড়ে হ'তে ছাই,
দাঁড়াতে পেতে না স্থান জগত-সংসারে,
উপকারে অপকার করিয়াছ তাই ! !

বনবালা।

শ্যামল কানন-শোভা কিবা মনোহর !
শ্যামাঙ্গী প্রতিমা যেন শান্তি-করুণার !
চারি পাশে আন্দোলিতা বসন্ত-বাতাসে
স্বরগের বামা সম পুষ্পিতা লতিকা।

সমীর-পরশে নাচে বনফুলচয়
ত্রিদিব-অপ্সরা প্রায় প্রীতি-পুণ্যময়ী।
মাধবীর মধুবর্ষী হাসির মাঝারে
শত শত অলিবৃন্দ আছে নিমগন।
নব-জল-কণাময়ী উষার যূথিকা
কনক বরণে বন আছে আলোকিয়া।
কেতকী, কদম্ব, চাঁপা, কানাই-মল্লিকা,
অপরাজিতার থোপা, অশোক, শিরীষ,
কিংশুক, রজনীগন্ধা, গোলাপ, কামিনী—
কাননের কমনীয় উরসে গ্রীবায়
অযুত কুসুম-ভার হ'তেছে শোভিত।
শাখায় দোদুল্যমানা ফণিনীর প্রায়
সহস্র ললিতা লতা রয়েছে নুইয়া;
অনুচ্চ সরল শাখা ফলে অবনত।
অদূরে ভগন কাষ্ঠ গিরিখণ্ড প্রায়;
মঞ্জরিত বৃক্ষশ্রেণী ঋতুর পর্য্যায়ে;
কাননের স্থানে স্থানে মনসিজ যেন
ফুটন্ত কুসুম-ভার ফুল-ধনু করে।
বৃক্ষ হ'তে বৃক্ষান্তরে কোকিল কোকিলা
মধুর ঝঙ্কার ঢালি করি'ছে গমন।
বিটপীর ঊর্দ্ধতন শাখায় বসিয়া
পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদ-সমান স্বরবে
পাপিয়া কাননস্থলী করি'ছে কম্পিত।
কিংশুক-কদম্ব-ডালে বসিয়া আরামে

কপোত ঢালিছে গীতি চিত্তদ্রবকর।
বরষিয়া হুলুধ্বনি বিহঙ্গ-নিকর
সীমা হ'তে সীমান্তরে যায় কুতূহলে ;
নীরবে বিহঙ্গ কভু তরুর কোটরে
বসিয়া ডানায় চঞ্চু করি' লুক্কায়িত।
লতা-কুঞ্জে সুমধুর ঘুঘুর সঙ্গীত
বন-নিস্তব্ধতা ভাঙ্গি' হ'তেছে উত্থিত।
আনত পুষ্পিতা লতা ফুটন্ত কুসুম,
গন্ধময় সমীরণে চন্দনাদ্রি-সম
তুষি'ছে মানব-চিত্ত অতি মনোহর।
বন-অভ্যন্তরভাগে শ্বাপদের দল
ভ্রমিছে অকুতোভয়ে ঘুরি নানা স্থানে ;
বসুধার চির-ভূষা, শ্যাম আস্তরণ
প্রকৃতির, নব-দূর্ব্বা-সরল-মূরতি,
বসন্তের রঙ্গভূমি,—তুমি বনবালা !
জলদ-গম্ভীর—কিন্তু সতত চঞ্চলা,
নীরব সতত—কিন্তু অস্ফুট নিনাদে
বিমল শান্তির স্রোত কর প্রবাহিত।

জীবন্ত দেবতা।

কোন্ স্বর্গ হ'তে এলে জীবন্ত দেবতা ?
ফুটন্ত-কুসুম-সম
বদন পবিত্রতম,
বচন বেদের সম স্বর্গের বারতা।
চরণ-পঙ্কজ-মাঝে
সহস্র চন্দ্রমা রাজে,
ঘুমায় চরণতলে অসংখ্য তপন ;
অধরে জ্যোছনা ভরা,
কপোল অমৃতে গড়া,
কে তুমি দুঃখীর ঘরে অমূল্য রতন ?
লভি' দরশন-সুধা
মিটিল পিয়াস ক্ষুধা,
শত পূত পীঠস্থান তব পদ-রজ,—
চাই না অনন্ত স্বর্গ,
চাই না দেবতাবর্গ,
চাই না মলয়ানিল,—প্রফুল্ল পঙ্কজ ;
না চাই তপন শশী,
শত ভালবাসাবাসি,
তোমাতে ডুবিয়া রই, সব যাই ভুলি,
জীবন্ত দেবতা স্বামি ! দাও পদ-ধূলি।

গোপিকা।

ফুলবনে কে রমণী বাঁশরী বাজায়?
স্থনীল কুন্তল খোলা,
উরসে কুসুমমালা,
সরলা কোমলা বালা প্রেম-গীতি গায়;
ফুলবনে কে রমণী বাঁশরী বাজায়?
তীখণ কটাক্ষে তার
কার হিয়া চূরমার?
এ কে রে! কাহার ছেলে ঘন ঘন চায়?
ফুলবনে কে রমণী বাঁশরী বাজায়?
অধরে তাম্বুল-রাগ,
চরণে অলক্ত-দাগ,
স্বর্গীয়-মদিরা-মাখা আঁখি-নীলিমায়,
ফুলবনে কে রমণী বাঁশরী বাজায়?
এ কে রে! কাহার স্থত,
আহত মৃতের মত?
সবলে চলিতে নারে টলে পায় পায়,
ফুলবনে কে রমণী মুরলী বাজায়?
কুস্থম-চয়ন-ছলে
নূপুর বাজায়ে চলে
কার ছেলে আড়ি পাতে বকুল-তলায়?
ফুলবনে কে রমণী বাঁশরী বাজায়?

সুরুচি।

১

দেবতার কণ্ঠ-চ্যুত অনিন্দিত ফুল,
প্রভাতি বাতাসে ভেসে
আইলে এ মর দেশে,
আপন সৌরভে সদা আপনি আকুল।

২

কপোলে বালার্ক-জ্যোতি স্বর্গীয় সুষমা,
অধর মাধুরী-ভরা,
নীলোৎপল নেত্র-তারা,
প্রতাপে অটুট রাখ গৌরব-গরিমা।

৩

তেজোময়ী শিশু মেয়ে দেখিতে মধুর,
পবিত্র স্বর্গের ছবি,
তেজপূর্ণ বাল-রবি,
চরণে পড়েছে ভাঙি ঊষার সিন্দুর।

৪

দেবতা মধুর হাতে পুষ্প অপচয়ি
চাঁদের অমৃত দিয়ে
গড়িল এ পুষ্প-মেয়ে,
মরি! কি সুতনু-লতা বাল্য-শোভাময়ী!

বসিয়া ফুলের শিশু বকুল-তলায়
ছোট ছোট রাঙা হাতে
কুসুমের মালা গাঁথে,
চঞ্চল ভ্রমরালক উড়িয়া খেলায়।

৬

আলো করা স্বর্ণলতা সুরুচি আমার,
আলো করি খেলাঘর
খেলা করে নিরন্তর,
হেরিলে উথলে মনে স্নেহ-পারাবার।
সুনীতি সুরুচি সম,
নিরমল নিরুপম,
গোলাপ বেলির ন্যায় দেখিতে সুন্দর,
আমি সেই রূপে গুণে
ডুবে থাকি আনমনে,
বিমল আনন্দে পূর্ণ আমার অন্তর।

মরণ! তোমারে চাই।

মরণ! কোথায় সখে! আসিবে ত একদিন,
এখনি এস না প্রভু! ডাকি আমি দীন হীন
নিতান্ত একেলা হ'য়ে ভ্রমিলাম এ সংসার,
পেলুম না সাথে সাথী মুছে দিতে অশ্রুধার।

অনাথ বিপন্ন ভাবে ভ্রমিলাম গেহ গেহ,
কেহ আসিল না কাছে দিল না একটু স্নেহ।
আমার এ মর্ম্মভেদী সুগভীর হায় হায়,
কাহারে বলিব খুলে কেহ কি শুনিতে চায়?
নিরিবিলি নিশবদে একা একা এক ধারে
হৃদয় পড়েছে নুয়ে বিষম বিষাদ-ভারে;
ফেলিতে আঁখির জল এ ভগন প্রাণ ব'য়ে
কতকাল র'ব আর এ বেসুরে গান গেয়ে।
মহা অনশ্বর-তলে অণু-পরমাণু মত,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে হারায়েছি চেনা পথ।
ছিন্ন ধূমকেতু সম নিশাশেষে পথ-হারা,
যাহারা আছিল সাথে সকলি গিয়েছে তারা।
যাব বৈতরণী তীরে এ আঁধারে পথ ব'য়ে,
নীরব মনের দুঃখ নীরবে বহিয়ে ল'য়ে।
হিয়া-হীন নর হেথা বিশ্বব্যাপী অন্ধকার,
কম্পিত হতেছে তনু দাঁড়াতে পারি না আর;
রাখিতে একটী পদ একটু পাই না ঠাঁই,
সাধে কি অকালে আজি মরণ! তোমারে চাই!
ছাড়িয়া আপন জন তোমারি হয়েছি বশ,
মরণ! ঢাল হে! শিরে সঞ্জীবনী সুধারস।
অবসন্ন এ হৃদয় শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর,
দাও হে! তাপিত অঙ্গে তোমার সে স্নিগ্ধ কর।
যদিও জানি না আমি কে তুমি কোথায় থাক,
কেন যে লইয়া যাও কোথা নিয়ে কোথা রাখ।

নিতান্ত অপরিচিত যদিও সে পরদেশ,
তবুও তাহাই চাই তাই ভাল তাই বেশ

সাধ

জাহ্নবীর অতি পূত সরস পুলিনে,
তারকামালিনী শুভ্র জ্যোছনা-নিশায়,
ফুটিবে যূথিকাফুল, চন্দ্রিকা-চুম্বনে,
মিশিবেক কোকিলার কল কণ্ঠ তায়।

২

বাদামের গাছতলে কুসুমশয্যায়,
পরি পুষ্প-অলঙ্কার মনের হরষে,
অগুরু চন্দন চুয়া বিলেপিয়া গায়,
ঢালিব কুসুমাসব মহামূল্য বাসে।

৩

চারিদিকে দাসী বসি কুসুম-স্তবকে
পরি শুভ্র শ্বেত বাস অম্লান বদনে,
বীজন করিবে মোরে ময়ূর-পালকে,
দুলিবে অলক মোর পবিত্র পবনে।

বসিয়া শয্যায় মম সহচরীগণ
সপ্তমে তুলিয়া স্বর হরি-গুণ-গান
গাইবে, সুস্থির চিত্তে করিব শ্রবণ-
পতিতপাবন সেই পূর্ণব্রহ্ম-নাম।

জাহ্নবীর কল নাদে সমীর-হিল্লোলে
শুনি ব'সে হরিনাম ! তারকানিচয়
মধুর-বসন্ত-পূর্ণ-ফুল্ল ফুলদলে
তাঁহারি মহিমা সব দিবে পরিচয়।

মিশাইয়া ক্ষীণ স্বর সেই কল স্বরে
গাইব পরাণ ভরি পূর্ণব্রহ্ম-নাম,
বহিবে শিথিল রক্ত ধমনী-ভিতরে,
স্বর্গীয় আনন্দে আত্মা লভিবে আরাম।

আত্মীয় স্বজন মম বসি চারি পাশে
করিবেক সঙ্কীর্ত্তন দিয়ে করতালি,
উড়িবে তটের ধূলি গঙ্গার বাতাসে,
দাঁড়াবে পথিকবৃন্দ হরি-বোল বলি।

৮

হইয়া অনন্যমনা পূর্ণব্রহ্ম-ধ্যানে
পতি-পদাম্বুজ বুকে, কোলে পুত্রগণ,
এমনি সময়ে প্রাণ যাইবে সজ্ঞানে,
এ সাধ কি অভাগীর হইবে পূরণ ?

শেষ।

যত দিন তুমি আমি তত দিন আর
কভু কি হইবে শেষ এ প্রেম-পূজার ?
যত দিন শকতি রাখিবে ভব-ধব,
তত দিন উঠিবেক ভাব নব নব।
তবুও এখানে শেষ করিব ইহার,
লও এই প্রীতি পূজা অশ্রু উপহার।
লও হে ! তোমায় দিব হৃদয়ের রাজা !
প্রেম-ভালবাসা-পূর্ণ এ "প্রীতি ও পূজা"।

সমাপ্ত।